মঙ্গলাচরণম্।

"কলকণ্ঠীকণ্ঠাদপি কমলকণ্ঠী ময়ি পুন-
র্বিশাখা গানস্যাপি চ রুচির শিক্ষাং প্রণয়তু।
যথাহং তেনৈতদ্যুবযুগলমুল্লাস্য সগণা-
ল্লভে রাসে তস্মান্মণি পদক হারানিহ মুহুঃ॥

শ্রীরঘুনাথ গোস্বামীকৃত স্তবাবলী।

ভূমিকা

ভগবানের বিভূতি একমাত্র ভক্তহৃদয়ের অনুমেয়, ভক্তিহীন ব্যক্তি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার অধিকারী নহে। সঙ্কর্ষণ-বলরামের অবতার ভবসন্তাপহারী পতিতপাবন করুণাসিন্ধু শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর লীলা [illegible] গুরুত্ব ও মাধুর্য্য উপলব্ধি করিবার পক্ষে আমার ন্যায় অধম ব্যক্তি নিতান্তই অযোগ্য। মহাপুরুষের জীবনবৃত্ত আলোচনা ও হৃদয়ঙ্গম করা যোগ সাধনা বিশেষ। আমাকে এবম্বিধ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে, ইতিপূর্ব্বে এ কথা কল্পনা করিতেও সাহসী হই নাই। আমি বৈষ্ণব শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন নহি, উক্ত কার্য্যে ব্রতী হইবার পক্ষে ইহা একটা গুরুতর অন্তরায়।

ভগবানের ইচ্ছায় অসম্ভব ব্যাপারও সম্ভব হয়। ত্রিপুরাধীশ্বর চন্দ্রবংশাবতংস বৈষ্ণবকুলতিলক পঞ্চ-শ্রীমন্মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর স্বয়ং নিষ্ঠা-বান বৈষ্ণব। তিনি শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদানে

এ অভাজনকে ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছেন। এজন্য সহস্র অযোগ্যতা সত্ত্বেও রাজআজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া আমাকে এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে।

চারি শতাব্দী পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বিষম ধর্ম্মশঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সময় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্য-হেতু কোন কোন সম্প্রদায়ের হিন্দুগণের মধ্যে ধর্ম্মভাব ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িল। তাহারা দিন দিন ভক্তি ও বিশ্বাস হারাহইয়া কেবল আমোদজনক ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী ভক্তি ও বিশ্বাসে জলাঞ্জলি দিয়া শুষ্কজ্ঞানের অনুশীলন ও তর্কশাস্ত্র লইয়া বাক্‌বিতণ্ডা করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের শিষ্যগণও গুরুপ্রদর্শিত পথই অনুসরণ করিল। তান্ত্রিকগণ তন্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় মদ্য মাংসাদি সেবন ও ধর্ম্মের নামে নানাবিধ বীভৎস কাণ্ডের অভিনয় আরম্ভ করিল। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম ও বিনয় প্রভৃতি মানব হৃদয়ের সাত্ত্বিক বৃত্তিনিচয় লয়প্রাপ্ত হওয়ায়, বঙ্গভূমি নীরস মরুভূমিতে পরিণত হইতে চলিল।

অতীতের ইতিহাস আলোচনায় জানাযায়, যখনই

ধর্ম্মশঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, তখনই ভগবান মহাপুরুষ-রূপে আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মরক্ষা এবং দুষ্টের দমন করিয়াছেন। বঙ্গদেশের পূর্ব্বোক্তরূপ ধর্ম্ম বিপ্লবের সময় শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়া ভগবদ্ভক্তিপ্রবাহে জগত প্লাবিত করিলেন। তাঁহার ধর্ম্মক্ষেত্রের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিবার নিমিত্ত শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু পূর্ব্বেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর তাহার সহিত মিলিত হইয়া প্রভু নিত্যানন্দ, ভগবানের নাম ও প্রেমের মহিমা প্রচার দ্বারা পতিত বঙ্গদেশের পুনরুদ্ধার সাধন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমচ্চৈতন্যদেব ও প্রভু নিত্যানন্দের এক আত্মা—ভিন্ন দেহ, মহাপ্রভুর তিরোধানের পর শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দের দেহে তাঁহার শক্তি আরোপিত হইয়াছিল, বৈষ্ণব গ্রন্থ সমূহের ইহাই মত।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ন্যায় শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর ধারাবাহিক জীবনী কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায় না। মহাপ্রভুর জীবনী সম্বলিত গ্রন্থ সমূহে আনুসঙ্গিক ভাবে শ্রীমন্নিত্যানন্দের কিছু কিছু বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। নানা গ্রন্থ খুঁজিয়া সেই সকল বিবরণ সংগ্রহ করা এবং তদবলম্বনে মহাপুরুষের জীবনী লিপিবদ্ধ করা যে কি

রকম দুষ্কর ব্যাপার, ভুক্তভোগী ব্যক্তিগণ তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন, এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন উপলক্ষে আমি চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য মঙ্গল, চৈতন্য চরিতামৃত, ভক্তি রত্নাকর, অদ্বৈত-প্রকাশ, গৌর গণোদ্দেশ দীপিকা, ভক্তমাল, গীত চন্দ্রোদয়, পদকল্পতরু ও পদামৃত সমুদ্র প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহ যথাশক্তি আলোচনা করিয়াছি, বিশ্বকোষ হইতেও কোন কোন কথা গ্রহণ করা হইয়াছে। বৈষ্ণব গ্রন্থ সমূহের ভাব অবিকৃত অবস্থায় বর্ণন করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন নেওয়া হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্য সংসাধনার্থ অনেক স্থলে মূল গ্রন্থের অবিকল পাঠ উদ্ধৃত করা গিয়াছে।

প্রভুনিত্যানন্দের শেষ জীবনের কোনও কথা পাওয়া যাইতেছে না, বর্ত্তমান কালে তাহা সংগ্রহ করাও সহজ নয়। এজন্য নিতান্ত অতৃপ্ত হৃদয়ে এই গ্রন্থের উপসংহার করিতে বাধ্য হইয়াছি। ভবিষ্যতে কোনও বিবরণ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলে তাহা যথাসময়ে প্রকাশ করিবার আকাঙ্ক্ষা রহিল।

এই পুস্তকের পরিশিষ্টে শ্রীমন্নিত্যানন্দের স্তব, শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি মহোদয় বিরচিত 'নিত্যানন্দাষ্টক' এবং 'গীত চন্দ্রোদয়' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে

সংগৃহীত নিত্যানন্দ সম্বন্ধীয় কতিপয় মহাজনী পদ সন্নিবিষ্ট হইল। ভরসা করি ইহা পাঠকবৃন্দের অরুচিকর হইবে না।

আমি বৈষ্ণব শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহাতে আবার অতি অল্প সময় মধ্যে এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিতে হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে নানাবিধ ভ্রম প্রমাদ ও অসম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হওয়া অসম্ভব নহে। এবম্বিধ ত্রুটির নিমিত্ত সহৃদয় বর্গ ও ক্ষমাশীল বৈষ্ণব মহাজনগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন। কোন মহাশয় ব্যক্তি কৃপা করিয়া ভ্রম প্রমাদের কথা জানাইলে তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিব।

রাজধানী আগরতলা,
২৪শে পৌষ,
১৩১৮ ত্রিপুরাব্দ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ চরিত।

ধরার তিমির বিনাশকারী দেব দিবাকরের অগ্রদূত সুমধুর স্নিগ্ধ জ্যোতিঃবিশিষ্ট অরুণের ন্যায়, পাপ-তিমিরহারী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অগ্রদূত করুণার প্রস্রবণ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ১৩৯৫ শকে মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে বীরভূম জেলার অন্তর্গত একচক্রা (একচাকা) গ্রামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্ম-গ্রহণ করেন। এই একচাকা গ্রাম কালনা হইতে দক্ষিণদিকে দুই ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত। নিত্যানন্দের পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত বা হাড়ু ওঝা, মাতার নাম পদ্মাবতী। নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব সম্বন্ধে অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"রাঢ় দেশে একচাকা নামে গ্রাম ধন্য।
যঁহি নিত্যানন্দ রাম হৈলা অবতীর্ণ॥

বসুদেব অবতাব হাডাই পণ্ডিত।
তাব পুত্র নিত্যানন্দ সদাই আনন্দিত॥
পদ্মাবতী মাতা তাঁব সাধ্বী শিখামণি।
মোব প্রভু কহে যাঁবে সাক্ষাত বোহিণী॥
তেবশত পাঁচানব্বই শকে মাঘ মাসে।
শুক্লা ত্রয়োদশীতে বামেব পবকাশে॥"

এতৎ সম্বন্ধে ভক্ত বৃন্দাবন দাসেব উক্তি এইরূপ,—

'বাঢে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ বাম॥
মাঘ মাসে শুক্লা ত্রয়োদশী শুভদিনে।
পদ্মাবতী গর্ভে একচাকা নামে গামে॥
হাডাই পণ্ডিত নামে শুদ্ধ বিপ্ৰ বাজ
মূলে সর্ব্ব পিতা তানে কবি পিতা ব্যাজ॥
কৃপাসিন্ধু ভক্তগণ প্রাণ বলবাম।
অবতীর্ণ হৈলা ধবি নিত্যানন্দ নাম॥"
চৈতন্য ভাগবত—আদি খং, ২য় অঃ।

অন্যত্র লিখিত হইযাছে,—

"পূর্ব্বে প্রভু শ্রীঅনন্ত চৈতন্য আজ্ঞায়।
বাঢে অবতীর্ণ হইযাছেন লীলায॥
হাড়ু ওঝা নামে পিতা মাতা পদ্মাবতী।
একচাকা নামে গ্রাম মৌডেশ্বব যথি॥'
চৈং ভাং,—আদি খং, ৬ষ্ঠ অং।

মৌডেশ্বব—(মযূবেশ্বব ?) দেবতাব নাম। চৈতন্য

ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে নিত্যানন্দের আবি-র্ভাবের কথা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

"শ্রীপদ্মাবতীর গর্ভ সঞ্চার হইতে।
হৈল মহানন্দ লাভ হাড়াই পণ্ডিতে ॥
ধন্য ধন্য হাড়াই পণ্ডিত বিপ্রবর।
ধন্য পদ্মাবতী ধন্য তাহার উদর ॥
মহা শুভক্ষণে পদ্মাবতী গর্ভ হৈতে।
জন্মিল বালক তার তুলনা কি দিতে ॥"
ভক্তি রত্নাকর—১১শ তরঙ্গ।

নিত্যানন্দ প্রভুর জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বেই

ভাগবতের অনেকস্থলে এই বিগ্রহের নাম পাওয়া যায়। একস্থলে লিখিত হইয়াছে,—

"যে দিনে জন্মিলা নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র।
রাঢ়ে থাকি হুঙ্কার করিলা নিত্যানন্দ ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইল হুঙ্কারে।
মূর্চ্ছাগত হৈল যেন সকল সংসারে ॥
কথো লোকে বলিলেক 'হইল বজ্রপাত'।
কথো লোকে মানিলেক পরম উৎপাত ॥
কথো লোকে বলিলেক 'জানিল কারণ।
মৌড়েশ্বর গোসাঞির হইল গর্জ্জন' ॥"

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে "মৌড়েশ্বর" স্থলে "গৌড়েশ্বর" লিখিত হইয়াছে, ইহা ভ্রমাত্মক।

একচক্রা গ্রাম নিবাসী জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ্ এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন,—

"এই একচক্রা হয় ঈশ্বরের ধাম। *
এথা শীঘ্র প্রকটিব প্রভু বলরাম॥
দেখিবেক সবে হবে বিদিত জগতে।
মোর অল্প আয়ু মুই না পাব দেখিতে॥"
ভক্তি রত্নাকর—১১শ তরঙ্গ।

নিত্যানন্দের কমনীয় কান্তি এবং শৈশব ও বাল্যের কার্য্যকলাপ দর্শনে সকলেই বুঝিয়াছিল, জ্যোতির্ব্বিদের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ মাত্রায় ফলিয়াছে। বালক দিনে দিনে শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। ক্রমে গ্রামস্থ সমবয়স্ক বালকগণের সঙ্গে নানাবিধ ক্রীড়া

* ভক্তি রত্নাকর বলেন,—একচক্রা গ্রাম বহু প্রাচীন, পাণ্ডবগণ বনবাসী হইবার পর এইস্থানে বহু কাল বাস্তব্য করিয়াছিলেন। সে কালে এখানে অনেক রাক্ষস ও অসুরের বাস ছিল, তাহারা পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। একচক্রা একটী তীর্থস্থান মধ্যে পরিগণিত। এখানে একচক্রেশ্বর শিব পার্ব্বতী-সহ বিরাজমান আছেন, তদ্ভিন্ন অনেক দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি ছিল, কাল প্রভাবে তাহা লুপ্ত হইয়াছে।

কৌতুক আরম্ভ হইল। ইঁহার বাল্যক্রীড়া দর্শনে ব্যক্তিমাত্রেই বিস্ময়াপন্ন হইত। তিনি ভগবানের লীলার অনুকরণ ব্যতীত কখনও অন্য খেলা খেলিতেন না। খেলার সাথিগণ সহ কখনও গো-চারণের লীলা অভিনয় করিতেন, কখনও পূতনা বধ করিতেন, কখনও বা সেতুবন্ধের খেলা খেলিতেন। তাঁহার বাল্যক্রীড়া সম্বন্ধে চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে,—

'কোনো শিশু সাজায়েন পূতনার রূপে।
কেহো স্তন পান করে উঠি তার বুকে॥''
"শিশু সঙ্গে গোষ্ঠে গিয়া নানা ক্রীড়া করে।
বক অঘ বৎসক করিয়া তাহা মারে॥"
"কোন দিন করে গোবর্দ্ধন-ধর-লীলা।
বৃন্দাবন রচি কোন দিন করে খেলা॥" ইত্যাদি
চৈঃ, ভাঃ,—আদি খঃ, ৬ষ্ঠ অঃ।

ভক্তি রত্নাকরের মতে,—

"কৃষ্ণ জন্ম উৎসব যেরূপ নন্দ ঘরে।
যশোদা যেরূপ স্নেহে আপনা পাশরে॥
যৈছে কৃষ্ণ দুগ্ধ পানে পূতনা বধিলা।
শয়নে থাকিয়া যৈছে শকট ভাঙ্গিলা॥

তৃণাবর্ত্ত বধ যৈছে কৈলা ভগবান।
খেলায সে খেলা, দেখি জুড়ায পরাণ॥" ইত্যাদি
ভক্তি রত্নাকর—১১শ তরঙ্গ।

নিত্যানন্দ এইভাবে কৃষ্ণলীলা ও রাম-লীলার নানাবিধ অভিনয় করিতেন। তাঁহার মাতা পিতা ও গ্রামবাসিগণ এই সকল খেলা দেখিয়া বিস্মিত মনে চিন্তা করিতেন, বালক এত তত্ত্ব কোথা হইতে পাইল। তিনি খেলা প্রসঙ্গে এই সকল লীলার কেবল বৃথা অনুকরণ করিতেন এমন নহে, যখন যে ভাবের অভিনয় করিতেন, তখন সেই ভাবাবেশে আত্মহারা হইতেন। একদিন লক্ষ্মণের শক্তি-শেলের অভিনয় করিতে যাইয়া নিতাই স্বয়ং লক্ষ্মণ সাজিলেন। তখন,—

'কোন শিশু বলে মুঞি আইলুঁ রাবণ।
শক্তিশেল হানি এই সম্বর লক্ষ্মণ॥'

এই কথা বলিয়া পদ্মপুষ্পে নির্ম্মিত শেলাঘাত করা মাত্র নিত্যানন্দ মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা হইলে কি কি কার্য্য

করিতে হইবে, সেকথা খেলার সাথি-দিগকে পূর্ব্বেই শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু নিত্যানন্দের মৃতবৎ অবস্থা দর্শনে বালকগণ ত্রাসে সেই সকল কথা ভুলিয়া গেল। তাহাদের ব্যস্ততায় ও কোলাহলে ক্রমে ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়িল। ক্রমে নিত্যানন্দের জনক জননী ও অনেক প্রবীণ লোক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বালকের চেতনা সম্পাদনের নিমিত্ত নানাবিধ চেষ্টা হইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই ফললাভ হইল না। তাঁহার দেহে মৃতের লক্ষণসমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া সকলে শোক সাগরে নিমগ্ন হইল; হাড়ু ওঝা ও পদ্মাবতী আকুল প্রাণে কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময় নিত্যানন্দ প্রদত্ত উপদেশগুলি হঠাৎ একটী বালকের মনে পড়িল; সে অমনি হর্ষোৎফুল্ল বদনে বলিয়া উঠিল—"এখনই নিত্যানন্দকে বাঁচাইতেছি।" তখন সেই বালক হনুমান সাজিযা "জয় রাম"

রবে লম্ফ প্রদান করিয়া গন্ধমাদন আনিতে চলিল এবং ঔষধ আনিয়া নিত্যানন্দের নাসারন্ধ্রে ধারণ করা মাত্র তিনি সংজ্ঞালাভ করিলেন। এই ঘটনাটী চৈতন্য ভাগবতে আদিখণ্ডের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এবম্বিধ অনেক বাল্যক্রীড়ার কথা বৈষ্ণব গ্রন্থ সমূহে লিখিত আছে।

নিত্যানন্দ জনক জননীর প্রাণ স্বরূপ হইয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্ত কালের তরে পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত হইলে তাঁহারা সংসার শূন্য মনে করিতেন। চৈতন্য ভাগবত বলেন,—

"তিল মাত্র নিত্যানন্দ না দেখিলে মাতা।
যুগ প্রায হেন বাসে ততোধিক পিতা॥
তিল মাত্র নিত্যানন্দ পুত্রেবে ছাড়িয়া।
কোথাও হাড়াই ওঝা না যায চলিয়া॥
কিবা কৃষিকার্য্যে কিবা যজমান ঘরে।
কিবা ঘাটে কিবা মাঠে যত কর্ম্ম করে॥
পাছে যদি নিত্যানন্দ চন্দ্র চলি যায়।
তিলার্দ্ধে শতেক বার উলটিয়া চায়॥"

চৈঃ, ভাঃ,—মধ্য খঃ, ৩য় অঃ।

"পিতার যে স্নেহ তা কহিতে সাধ্য নাই ॥
যদি কোন কার্য্যে যান যাইতে না পারে।
উলটিয়া পুত্র মুখ দেখে বারে বারে ॥
কভু যজমান গৃহে গিয়া আসি ঘরে।
কোথা নিত্যানন্দ বলি চৌদিকে নিহারে ॥
ধাইয়া পিতার কোলে চড়যে নিতাই।
হারা হেন প্রাণ যেন পায়েন হাড়াই ॥
তিলার্দ্ধ নেত্রের আড় না পারে করিতে।
ততোহধিক মাতা স্নেহ কে পারে কহিতে ॥"

ভক্তি রত্নাকর—১১শ তরঙ্গ।

এই ত গেল পিতা মাতার স্নেহের কথা। অলৌকিক গুণগরিমা দর্শনে প্রতিবেশিগণও নিত্যানন্দকে প্রাণতুল্য মনে করিত। তিনি এবম্বিধ যত্নে ও আদরে প্রতিপালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, এবং—

"অল্প দিবসেই কৈল বিদ্যা উপার্জ্জন।
ব্যাকরণ আদি শাস্ত্রে হৈলা বিচক্ষণ ॥"

ভক্তি রত্নাকর।

নিত্যানন্দ দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেন। এই অল্পকাল মধ্যেই তিনি বিশেষ জ্ঞান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া-

ছিলেন, তাঁহার "ন্যায়চূড়ামণি" উপাধিলাভই একথার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। অম্বিকানগরে সূর্য্যদাস পণ্ডিতের নিকট নিত্যানন্দকে পরিচিত করিবার সময় উদ্ধারণ দত্ত বলিয়াছিলেন,—

"————————ইহোঁ ব্রাহ্মণ উত্তম।
রাঢ়ীয় শ্রেণী, সর্ব্বশাস্ত্রে অতি শ্রেষ্ঠতম॥
ন্যায়চূড়ামণি ইহাঁর শাস্ত্রের আখ্যাতি।
নিত্যানন্দ নাম প্রেমানন্দপুরে স্থিতি॥"

অদ্বৈত প্রকাশ—২০শ অধ্যায়।

নিত্যানন্দ সুকুমার কান্তিযুক্ত এবং বলিষ্ঠ ছিলেন। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহাকে ষোড়শবর্ষ বয়স্কের ন্যায় দেখাইত। এই সময়ে,—

"বন্ধুগণে জানাইয়া হাড়াই পণ্ডিত।
পুত্রের বিবাহ দিতে হৈলা উৎকণ্ঠিত॥
একচাকা বাসী যত ব্রাহ্মণ সজ্জন।
বিবাহ প্রসঙ্গে হৃষ্ট হৈলা সর্ব্বজন॥
কন্যা স্থির কৈল কোন কোন বিপ্র ঘরে।
মনকথা খায় কেহ স্পষ্ট নাই করে॥"

ভক্তি রত্নাকর—১১শ তরঙ্গ।

কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ, হাড়াই পণ্ডিতের সাধ পূর্ণ হইবার নহে। তিনি হৃষ্ট চিত্তে পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিতেছেন, এমন সময়,—

"কোথা হৈতে আইলা এক সন্ন্যাসী গোসাঞি।
সর্বাংশে সুন্দর তাঁর দয়া মাত্র নাই॥
হাড়াই পণ্ডিত তাঁরে ভিক্ষা করাইলা।
কৃষ্ণ কথা রসে তেহোঁ রাত্রি গোঙাইলা॥
গমন কালে নিত্যানন্দে নিলেন মাগিয়া।
দিলেন হাড়াই পুত্রে প্রাণ বিচারিয়া॥"
ভক্তি রত্নাকর—১১শ তরঙ্গ।

"সন্ন্যাসীর সঙ্গ ছলে গৃহত্যাগ কৈলা।"
অদ্বৈত প্রকাশ।

চৈতন্য ভাগবতে মধ্যখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে এ বিষয় বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ১৪০৭ শকের কথা *। সন্ন্যাসীর নিদারুণ

---

* বিশ্বকোষ কর্ত্তা বলেন, নিত্যানন্দ ১৪১০ শকে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। এই কথা সুসঙ্গত বলা যাইতে পারে না, কারণ, নিত্যানন্দ ১৩৯৫ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া দ্বাদশ বৎসরকাল মাত্র গৃহে ছিলেন, একথা সর্ব্ববাদীসম্মত।

প্রার্থনা শুনিয়া হাড়াই ব্যাকুল অন্তরে ভাবিলেন,—

'প্রাণ ভিক্ষা করিলেন আমার সন্ন্যাসী।
না দিলেও 'সর্ব্বনাশ হয় হেন বাসি.॥'

চৈতন্যভাঃ—মধ্য খঃ, ৩য় অঃ।

সন্ন্যাসী প্রাণ লইয়া টানাটানি করিতেছেন! নিতাইকে সন্ন্যাসীর করে অর্পণ করিয়া প্রাণধারণ করা অসম্ভব, অথচ অতিথির প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া পাপ সাগরে নিমগ্ন হওয়াও শ্রেয়ঃ নহে। হাড়াইর প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তিনি বিষম সমস্যায় পড়িলেন। এক দিকে ধর্ম্ম—অন্য দিকে প্রাণ অপেক্ষা অধিক পুত্র! কোন্ দিক ছাড়িয়া কোন্ দিক রক্ষা করিবেন, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এই সময় ব্যাকুল প্রাণে ঊর্দ্ধদিকে সজল দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—

"এ ধর্ম্ম শঙ্কটে কৃষ্ণ রক্ষা কর মোরে।"

অবশেষে তিনি পুত্র পরিত্যাগ করিয়া

ধর্ম্ম রক্ষা করাই সঙ্গত মনে করিলেন। এই হৃদয়বিদারক সংবাদ গৃহিণীকে জানান হইল। পদ্মাবতী হাড়াই পণ্ডিতের উপযুক্ত পত্নী, তিনি পুত্রের মমতায় পতিকে পাপপঙ্কে নিমজ্জিত করা অসঙ্গত মনে করিলেন। হৃদয়ের দারুণ বহ্নি হৃদয়ে চাপিয়া রাখিয়া হাড়াই ওঝাকে বলিলেন,—

"তোমার যে কথা প্রভু সেই কথা মোর।"

জনক জননী এইরূপ ধর্ম্মপ্রাণ বলিয়াই নিত্যানন্দকে সন্তানরূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন! অধার্ম্মিকের গৃহে এবম্বিধ সন্তান জন্মগ্রহণ করা কদাপি সম্ভবপর হইতে পারে না।

সন্ন্যাসী নিত্যানন্দকে লইয়া চলিয়া গেলেন। হাড়াইওঝা ও পদ্মাবতী পুত্র শোকে বারম্বার মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা জীবনে আর কখনও পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, যতদিন জীবিত ছিলেন, অর্দ্ধ উন্মাদগ্রস্ত অবস্থায় কালযাপন করিয়াছিলেন।

কখনও কল্পনাবলে নিত্যানন্দকে সম্মুখে দেখিয়া সুখের সাগরে ভাসিতেন, কখনও তাঁহাকে আহার করিতে অনুরোধ করিতেন। ভক্তি রত্নাকর বলেন, কখনও বা—

"কোথা নিত্যানন্দ বলি ধূলায় লোটায়।
কি কহিতে কিবা কহে পাগলের প্রায়॥
ক্ষণে কহে নিত্যানন্দ হৈল অনেকক্ষণ।
আইস কোলে করি মোর জুড়াউক জীবন॥
ক্ষণে কহে মোর আগে চলহ হাটিয়া।
পাকিয়াছে ধান্য মাঠে চল দেখি গিয়া॥" ইত্যাদি
ভক্তিরত্নাকর।

নিত্যানন্দের গৃহত্যাগে কেবল পিতা মাতারই এরূপ দশা ঘটিয়াছিল এমন নহে। একচক্রা গ্রামবাসী সকলেই এই দুর্ঘটনায় মর্ম্মাহত হইয়াছিল। কেহ কেহ আপন পুত্র সন্ন্যাসীর হস্তে সমর্পণ করিয়া নিত্যানন্দকে ফিরাইয়া লইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইল, কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করিয়াও সন্ন্যাসীর খোঁজ খবর পাওয়া গেল না।

প্রভু নিত্যানন্দ জনক জননী ও বন্ধুবর্গকে

শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া গৃহ ত্যাগ করায়, তাঁহাকে নিষ্ঠুর বলিয়া মনে করা কাহারও কাহারও পক্ষে অসম্ভব নহে, কিন্তু নিষ্ঠুরতা বা কর্কশতার পাপ ছায়া কদাচ তাঁহার পবিত্র অঙ্গস্পর্শ করিতে সক্ষম হয় নাই। তিনি করুণার প্রস্রবণ, অবিরত দয়া ও প্রেম বিতরণ করিয়া পাপী তাপীর উদ্ধার সাধনই তাঁহার জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য ছিল, এবং এই কারণে তিনি "দয়াল নিতাই" নাম লাভেব অধিকারী হইয়াছিলেন! আমরা স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে পাই, নিত্যানন্দ উন্মাদগ্রস্ত জনক জননীকে নিতান্ত ক্রূরের ন্যায় পরিত্যাগ কবিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু একটুকু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, যিনি জগতের পিতা, তাঁহার আবার পিতা মাতা কে! যাঁহার ইচ্ছায় এ সংসার মায়াজালে জড়িত রহিয়াছে, তিনি কাহার মায়ায় জড়িত হইয়া সংসার গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিবেন? শ্রীকৃষ্ণ, মহাপ্রভু

রূপে আবির্ভূত হইয়া জগতের পাপ তাপ বিনাশ করিতে ইচ্ছা করায়, তাঁহার কার্য্য-ক্ষেত্রের পথ পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত সঙ্কর্ষণ-বলরাম শ্রীনিত্যানন্দ রূপে অবতীর্ণ হইয়া-ছিলেন। তিনি সংসারবন্ধনে আবদ্ধ থাকিলে পাপী তাপীর নিস্তারের পথ কে মুক্ত করিবে! নিত্যানন্দ যে সামান্য মনুষ্য ছিলেন না, তাঁহার বাল্য ক্রীড়ার কথা আলোচনা করিলেই সে বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বালকের খেলা দেখিয়া, জনক জননী ও গ্রামবাসিগণ সবিস্ময়ে চিন্তা করিতেন, এই শিশু কৃষ্ণলীলা ও রামলীলার এত তত্ত্ব কোথায় পাইল। প্রকৃত পক্ষে এসকল তত্ত্ব তাঁহাকে শিক্ষা করিতে হইয়াছিল না, অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে যে সকল লীলা করিয়া আসিয়াছেন, অবতীর্ণ হইয়া বাল্য ক্রীড়াচ্ছলে তাহাই প্রকাশ করিয়া-ছেন। এতদ্ব্যতীত শিশুর পক্ষে এবিষয়ে আর কি অনুমান করা যাইতে পারে?

নিত্যানন্দ অল্প কাল মধ্যে সর্ব্ব শাস্ত্রে কৃত-বিদ্য হইয়াছিলেন, ইহাও তাঁহার পক্ষে অমানুষিকতার বিশেষ পরিচায়ক। যিনি পূর্ণ জ্ঞানের আধাব, তাঁহার শিক্ষা লাভের আবশ্যকতা থাকিতে পারে না। নিত্যানন্দ মনুষ্য রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া, মনুষ্যোচিত ব্যবহার দেখাইবার নিমিত্তই তাঁহাকে গুরু মহাশয়ের নিকট পাঠ লইতে হইয়াছিল!

ব্রজেন্দ্র বলরাম নিত্যানন্দ রূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা প্রকাশ করার সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ আছে, তাহার দুই একটী এস্থলে প্রদান করা গেল,—

"অংশাংশে ন বিভেদেন ব্যূহঃ আদ্য শচীসুতঃ।
বলদেব বিশ্বরূপো ব্যূহ সঙ্কর্ষণো মতঃ॥"
গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা।

কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী"
শেষশ্চ যস্যাং শকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু
চৈঃ, চঃ,—আদিলীলা, ৪র্থ পরিঃ।

অদ্বৈত প্রকাশের মতে ;—

"ব্রজে বলরাম যেই সেই নিত্যানন্দ।
অবতীর্ণ হৈলা বিতরিতে প্রেমানন্দ॥"
অদ্বৈত প্রঃ—৪র্থ অঃ।

অন্যান্য গ্রন্থেও একথা বর্ণিত আছে। এস্থলে অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক বোধে নিবৃত্ত থাকা গেল।

নিত্যানন্দ যে সন্ন্যাসীর সঙ্গে গিয়াছিলেন, সেই সন্ন্যাসী কে এবং তিনি কবে ইঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন সে সকল কথা জানিবার সুবিধা নাই। নিতাই গৃহত্যাগের পর তীর্থভ্রমণকালে বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত পাণ্ডারপুর তীর্থে, মাধ্বীসম্প্রদায়ের লক্ষ্মীপতি নামক কোনও মহাপুরুষের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই লক্ষ্মীপতি নিত্যানন্দের গৃহত্যাগের সহচর সন্ন্যাসী নহেন, ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থ আলোচনায় এ কথা স্পষ্টই বুঝা যায়। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে, প্রভু নিত্যানন্দ পাণ্ডারপুর যাইয়া এক

ব্রাহ্মণের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই সময় উক্ত ব্রাহ্মণের গুরু লক্ষ্মীপতি তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি মাধ্বী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, বলরামের প্রতি তাঁহার অসাধারণ ভক্তি ছিল। সন্ন্যাসী রজনীযোগে নির্জ্জনে বসিয়া বলদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন, এবং প্রভু নিত্যানন্দের ইচ্ছায় ক্রমে ক্রমে তাঁহার শরীর অবসন্ন হওয়ায় অল্প কালের মধ্যেই তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। তখন স্বপ্নে দেখিলেন,—

কিবা শোভা কন্দর্পের দর্প করে দূর।
রজত পর্ব্বত নিন্দে অঙ্গ সুমধুর॥
আজানু লম্বিত বাহু বক্ষ পরিসর।
আকর্ণ পর্য্যন্ত নেত্র ভঙ্গি মনোহর॥
কর্ণে এক কুণ্ডল ভুবন মন মোহে।
বাম কক্ষে নিক্ষিপ্ত মধুর শৃঙ্গ শোহে॥
বিবিধ ভূষণেতে ভূষিত কলেবর।
উপমার স্থান নাহি ভুবন ভিতর॥
বদন মণ্ডল জিনি পূর্ণিমার শশী।
বচনের ছলে সে ঢালয়ে সুধা রাশি॥'

বলদেব সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "লক্ষ্মীপতি, তোমার 'খেদ' শুনিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হয়। শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রাণেশ্বর, তুমি জন্মে জন্মে তাঁহার কিঙ্কর হইও।" আরও বলিলেন- -"এই গ্রামে অবধূত বেশ-ধারী এক ব্রাহ্মণ কুমার আসিয়াছে, সে তোমার শিষ্য হইবে তাহাকে দীক্ষা দান করিও।" কোন্‌মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে হইবে তাহাও লক্ষ্মীপতি স্বপ্নেই জানিতে পাইলেন। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর স্বপ্নের কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় নিত্যানন্দ আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অলৌকিক লাবণ্য দর্শনে সন্ন্যাসী মনে করিলেন, এরূপ তেজ ও লাবণ্য কখনও মনুষ্যে সম্ভবে না। তিনি বিস্মিত ভাবে আগন্তুককে দর্শন করিতেছেন, তখন

"নিত্যানন্দ ন্যাসী প্রতি কহে [illegible] বা[illegible]
মন্ত্র দীক্ষা দিয়া কর আমার [illegible]॥

নিত্যানন্দ প্রভুর এ মধুর বাক্যেতে।
নেত্র জলে ভাসে ন্যাসী নারে স্থির হৈতে॥
শ্রীবলদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘিতে নারিল।
সেই দিনে নিত্যানন্দে দীক্ষা মন্ত্র দিল॥
দীক্ষা মন্ত্র দিয়া নিত্যানন্দ করি কোলে।
হইলা বিহ্বল হিয়া আনন্দে উথলে॥
বাঢাইলা মাধ্বী সম্প্রদায় মহানন্দ।
ভকত বৎসল প্রভু প্রেমানন্দ কন্দ॥"
ভঃ, রঃ,—৫ম তরঙ্গ।

ইহার পর নিত্যানন্দ বলরাম রূপে দর্শন দিয়া লক্ষ্মীপতিকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

নিত্যানন্দ যথারীতি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া তীর্থ পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"—হেন মতে দ্বাদশ বৎসর থাকি ঘরে।
নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে॥
তীর্থযাত্রা করিলেন বিংশতি বৎসর।"
চৈঃ, ভাঃ,—আদি খঃ, ৬ষ্ঠ অঃ।

ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"বিংশতি বৎসর কৈলা তীর্থ পর্যাটন।
যথা যে বিলাস তাহা কে করে বর্ণন॥"
ভঃ, রঃ,—৫ম অঃ।

নিত্যানন্দের এই বিশ বৎসর ব্যাপী তীর্থ-পর্য্যটনের বিবরণ অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি যে যে স্থানে গমন করিয়াছিলেন, তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা এস্থলে দেওয়া যাইতেছে। গৃহত্যাগের পর তিনি ক্রমান্বয়ে বক্রেশ্বর, বৈদ্যনাথ, গয়া ও কাশীধামে গমন করিলেন। কাশী হইতে প্রয়াগে এবং প্রয়াগ হইতে মথুরায় গেলেন; পূর্ব্ব-জন্মস্থান মথুরাপুরী দর্শন করিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। ইহার পর বৃন্দাবনাদি দ্বাদশ বন ভ্রমণ করিয়া, নিত্যানন্দ গোকুলে উপস্থিত হইলেন। এস্থানে কিয়ৎ-কাল অবস্থানের পর, দ্বারকা, সিদ্ধপুর, শিব-কাঞ্চী, বিষ্ণু-কাঞ্চী, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, ত্রিত-কূপ, ব্রহ্মতীর্থ, নৈমিষারণ্য প্রভৃতি স্থান পরি-ভ্রমণ করিয়া অযোধ্যানগরে গেলেন। শ্রীরামের জন্মভূমি পবিত্র অযোধ্যাপুরী দর্শন করিয়া নিত্যানন্দ প্রেমের আবেগে ক্রন্দন করিয়া-

ছিলেন। অযোধ্যা হইতে গুহক চণ্ডালের রাজ্যে গেলেন। গুহকচণ্ডালের নাম স্মরণ হওয়া মাত্রই তিনি আনন্দে মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, এই মূৰ্চ্ছায় তিন দিবস অচেতন অবস্থায় ছিলেন! রামচন্দ্র যে যে বনে অবস্থান করিয়াছিলেন, নিত্যানন্দ প্রেম বিহ্বল চিত্তে সেই সকল বন দর্শন করিলেন। ইহার পর সরযূ, পুলহ, গোমতী, গণ্ডকী, শোণ প্রভৃতি তীর্থে স্নান করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিলেন। তৎপর হরিদ্বার, দ্রাবিড়, বেঙ্কটেশ্বর, কাঞ্চী, কাবেরী, শ্রীরঙ্গনাথ, ঋষভ-পর্ব্বত, দক্ষিণ মথুরা, মলয় পর্ব্বত ও বদরিকা-শ্রম প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটন করিলেন। বদরিকা-শ্রমে কিছুদিন অবস্থান ও বিশ্রাম করিয়া নিত্যানন্দ কণ্যকা-নগর, অনন্তপুর, গোকর্ণাক্ষ, কেরল, ত্রিগর্ত্ত, রেবা, সূর্পায়ক ও প্রতীচি তীর্থ দর্শন করিলেন।

এই সময় অকস্মাৎ মাধবেন্দ্র পুরীর সহিত

প্রভুর সাক্ষাৎ হইল। প্রেমের আকর্ষণের নিকট চুম্বকের আকর্ষণও পরাস্ত হয়। পরস্পর দর্শন লাভ হওয়া মাত্রই প্রেমিক দ্বয়ের চিত্ত পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইল উভয়েই প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন! নিত্যানন্দ কিছুদিন মাধবেন্দ্র পুরীর সহিত নানাবিধ প্রেমালাপনে মহাসুখে অবস্থান করিলেন। তৎপর পুনর্ব্বার পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া, সেতুবন্ধ, রামেশ্বর, বিজয়ানগর, মায়াপুরী, অবন্তী, ত্রিমল্ল, কূর্ম্মনাথ প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিয়া, নীলাচলাভিমুখে চলিলেন, কিছুদিন পরে,—

> "আইলেন নীলাচলচন্দ্রের নগরে।
> ধ্বজা দেখি মাত্র মূর্চ্ছা হইল শরীরে॥
>
> চৈঃ, ভাঃ।

এখানে জগন্নাথ মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া, নিত্যানন্দ প্রেমসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন! কিছুকাল পুরীতে অবস্থান করিয়া, তথা হইতে গঙ্গাসাগর হইয়া পুনর্ব্বার মথুরায় এবং মথুরা

হইতে বৃন্দাবনে আসিলেন। বৃন্দাবনে আগমনের পর নিত্যানন্দ প্রেমবিহ্বল অন্তরে উন্মাদের ন্যায় কৃষ্ণের অন্বেষণে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। এই সময় ঈশ্বরপুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি নিতাইর মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন,—"তুমি এখানে কি করিতেছ, তোমার কৃষ্ণ নবদ্বীপে শচীদেবীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেখানে যাইয়া শীতল হও।" এই কথা শুনিয়া নিত্যানন্দ উন্মাদের ন্যায় নবদ্বীপাভিমুখে ছুটিলেন এবং সেখানে যাইয়া নন্দন আচার্য্যের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এদিকে সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু নিত্যানন্দের আগমন বার্ত্তা পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন, তিনি ভক্তবৃন্দকে বলিলেন,—

"এক মহাপুরুষ সৎকল্পতরু প্রায়।
ভক্তি ফল সমর্পিতে আইলা হেথায়॥
চল সবে যাইবাঙ তাঁহার গোচর।
দেখিলে জানিবা তান মহিমা বিস্তর॥"

অদ্বৈত প্রকাশ।

এই কথা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ হৃষ্টচিত্তে নিত্যানন্দ দর্শন মানসে মহাপ্রভুর অনুগামী হইলেন। তাঁহারা নন্দন আচার্য্যের গৃহে উপনীত হইয়া দেখিলেন,—

"অলৌকিক রূপ তার প্রকাণ্ড শরীর।
কোটি সূর্য্য সম কান্তি প্রকৃতি গম্ভীর॥
ললাটে তিলক শোভে যৈছে চন্দ্র প্রভা।
তুলসী কাষ্ঠের মালায় কণ্ঠ করে শোভা॥
হাস্যযুত মুখ পদ্ম পরম সুন্দর।
ন্যাসী চূড়ামণি দয়া গুণের আকর॥"
অদ্বৈত প্রকাশ।

তখন,—

"নিত্য সিদ্ধি বলদেব দেখি বিশ্বম্ভর।
গণ সহ তাঁর পদে কৈলা নমস্কার॥"
অদ্বৈত প্রকাশ।

মহাপুরুষের সহিত মহাপুরুষের সম্মিলনে যে অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদ্রেক হয়, এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতেছে,—

"গৌর-সূর্য্যের ছটা পড়ি নিত্যানন্দ চাঁদে।
শুদ্ধ প্রেমামৃত জোৎস্নায় ব্যাপে অবিচ্ছেদে॥
গৌরে দেখি স্বয়ং ভগবানের লক্ষণ।
কৃষ্ণজ্ঞানে হৈল তাঁন স্তম্ভ উদ্দীপন॥

নিত্যানন্দ স্তম্ভিত দেখিয়া গৌররায়।
নিত্যানন্দ প্রকাশিতে সৃজিলা উপায়॥
ভক্ত দ্বারে ভাগবতের শ্লোক পঢ়াইলা।
শুনি নিত্যানন্দ প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা॥
চেতনা পাইয়া কভু করয়ে ক্রন্দন।
কভু হাসে কভু কাঁদে উনমত্ত সম॥
কভু কৃষ্ণ পাইলুঁ বলি ছাড়য়ে হুঙ্কার।
কভু অবিশ্রান্ত নেত্রে বহে অশ্রুধার॥
নিত্যানন্দের প্রেমানন্দ মেঘ বরিষণে।
ভক্ত নেত্র গঙ্গা স্রোত বহয়ে দ্বিগুণে॥
তাহে গৌর প্রেম সিন্ধুর তরঙ্গ বাঢ়িল।
সর্ব্বজ্ঞের মন-মকর তাহাতে ডুবিল॥"
অদ্বৈত প্রকাশ।

এতৎসম্বন্ধে চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"নিত্যানন্দ সম্মুখে রহিলা বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ আপন ঈশ্বর॥
হরিষে স্তম্ভিত হৈলা নিত্যানন্দ রায়।
এক-দৃষ্টি হই বিশ্বম্ভর রূপ চায়॥
রসনায় লেহ যেন দরশনে পান।
ভুজে যেন আলিঙ্গন, নাসিকায়ে ঘ্রাণ॥
এইমত নিত্যানন্দ হইলা স্তম্ভিত।
না বোলে না করে কিছু, সভেই বিস্মিত॥
বুঝিলেন সর্ব্ব প্রাণনাথ গৌর রায়।
নিত্যানন্দে জানাইতে সৃজিলা উপায়॥

ইঙ্গিতে শ্রীবাস প্রতি বলেন ঠাকুরে।
এক ভাগবতের বচন পঢ়িবারে॥
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝি শ্রীবাস পণ্ডিত।
কৃষ্ণ ধ্যান এক শ্লোক পঢ়িলা ত্বরিত॥
শুনি মাত্র নিত্যানন্দ শ্লোক উচ্চারণ।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হৈয়া নাহিক চেতন॥
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা নিত্যানন্দ রায়।
"পঢ় পঢ়" শ্রীবাসেরে গৌরাঙ্গ শিখায়॥
শ্লোক শুনি কথোক্ষণে হইলা চেতন।
তবে প্রভু লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥
পুনঃ পুনঃ শ্লোক শুনি বাঢ়য়ে উন্মাদ।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে হেন শুনি সিংহনাদ॥
অলক্ষিতে অন্তরীক্ষে পড়য়ে আছাড়।
সভে মনে বাসে 'কিবা চূর্ণ হৈল হাড়'॥
অন্যের কি দায়, বৈষ্ণবের লাগে ভয়।'
'রক্ষ কৃষ্ণ! রক্ষ কৃষ্ণ!' সভয়ে স্মরয়॥
গড়াগড়ি যায় প্রভু পৃথিবীর তলে।
কলেবর পূর্ণ হৈল নয়নের জলে॥
বিশ্বম্ভর মুখ চাহি ছাড়ে ঘনশ্বাস।
অন্তরে আনন্দ—ক্ষণে ক্ষণে মহা হাস॥
ক্ষণে নৃত্য, ক্ষণে গড়ি, ক্ষণে বাহু তাল।
ক্ষণে জোড়ে জোড়ে লাফ দেই দেখি ভাল॥
দেখিয়া অদ্ভুত কৃষ্ণ-উন্মাদ-আনন্দ।
সকল বৈষ্ণব সঙ্গে কান্দে গৌরচন্দ্র॥

চৈঃ, ভাঃ,—মধ্য খঃ, ৪র্থ অঃ।

এই প্রেমোন্মাদের চিত্র গ্রন্থে পড়িয়া পাষণ্ডের চক্ষুও জলপূর্ণ হইয়া আসে! যাহারা স্বচক্ষে এই ব্যাপার দর্শন করিয়াছেন তাহারা কাঁদিবেন, ইহা বিচিত্র কথা নহে।

নিত্যানন্দকে ধরিবার নিমিত্ত অনেকে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অবশেষে স্বয়ং গৌরচন্দ্র তাঁহাকে সাপটিয়া বুকে লইলেন। গৌর অঙ্গের মধুর সংস্পর্শে নিত্যানন্দ পুনর্ব্বার সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন।

এই ত গেল নিত্যানন্দের কথা। নিত্যানন্দকে দেখিয়া গৌরচন্দ্রও সুস্থির ছিলেন না। উভয়েই উভয়কে দেখিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়াছিলেন,—

"দোঁহে দোঁহা দেখি বড় বিবশ হইলা।
দোঁহার নয়ন জলে পৃথিবী ভাসিলা॥
বিশ্বম্ভর বোলে "শুভ দিবস আমার।
দেখিলাঙ ভক্তি-যোগ-চারিবেদ সার॥
এ কম্প, এ অশ্রু, এই গর্জ্জন হুঙ্কার!
এহ কি ঈশ্বর শক্তি বই হয় আর॥

সকৃৎ এই ভক্তি যোগ নয়নে দেখিলে।
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়েন কোনো কালে॥
বুঝিলাঙ—ঈশ্বরের তুমি পূর্ণ শক্তি।
তোমা ভজিলে সে জীব পায় কৃষ্ণ ভক্তি॥
তুমি কর চতুর্দ্দশ ভুবন পবিত্র।
অচিন্ত্য অগম্য গূঢ় তোমার চরিত্র॥
*　　*　　*　　*
বুঝিলাঙ—কৃষ্ণ মোরে করিব উদ্ধারে।
তোমা হেন সঙ্গ আনি দিলেন আমারে॥
মহাভাগ্যে দেখিলাঙ তোমার চরণ।
তোমা ভজিলে সে পাই কৃষ্ণ প্রেমধন॥" ইত্যাদি
চৈঃ, ভাঃ,—মধ্য খঃ, ৪র্থ অঃ।

এই সম্মিলনের পর হইতেই গৌর নিতাই অভেদ হইয়া গেলেন। উভয়ের উদ্দেশ্য ও কার্য্য এক হইয়া দাঁড়াইল। এখন—"নিমাই নিতাই দুই ভাই, একে অন্যে ভেদ নাই!"

এই সময় হইতে মহাপ্রভু আত্মপ্রকাশ আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া বিবিধ লীলার অভিনয় এবং নর্ত্তন-কীর্ত্তনে প্রেমানন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ, মহাপ্রভুর লীলার

প্রধান সহচর হইয়া দাঁড়াইলেন। অহোরাত্র সংকীর্ত্তন ও হরিধ্বনিতে নবদ্বীপ কম্পিত হইতে লাগিল।

কিছুদিন পরে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে মহাসমারোহে ব্যাস পূজার আয়োজন হইল। অধিবাসের দিবস ভক্তমণ্ডলী সংকীর্ত্তনানন্দে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিলেন। কীর্ত্তনের স্থলে চৈতন্য ও নিত্যানন্দ প্রেমাবেশে আত্মহারা হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রেমানন্দে বাহ্যজ্ঞান শূন্যাবস্থায়,—

"স্বানু ভাবানন্দে নাচে প্রভু দুই জন।
ক্ষণে কোলাকোলি করি করয়ে ক্রন্দন॥
দোঁহার চরণ দোঁহে ধরিবারে চাহে।
পরম চতুর দোঁহে—কেহ নাহি পায়॥
পরম আনন্দে দোঁহে গড়াগড়ি যায়।
আপনা না জানে দোঁহে আপন লীলায়॥
বাহ্য দুর হইল বসন নাহি রহে।" ইত্যাদি

চৈঃ, ভাঃ,—মধ্য খঃ, ৫ম অঃ।

সংকীর্ত্তন সমাপনান্তে ভক্তগণ আপন

আপন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, নিত্যানন্দ শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরে রহিলেন।

পরদিবস আবার ভক্তের বাজার মিলিল। আজ ব্যাস পূজার দিন। নিত্যানন্দ পূজক, শ্রীবাস পণ্ডিত পূজার আচার্য্য। সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত হইল, তখন শ্রীবাস নিত্যানন্দের হস্তে চন্দনচর্চ্চিত পুষ্পমালা প্রদান করিয়া বলিলেন, মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ইহা ব্যাসদেবকে অর্পণ কর। নিত্যানন্দ মালা হস্তে লইয়া চতুর্দ্দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, শ্রীবাসের কথা যেন তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল না। তখন শ্রীবাস মহাপ্রভুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"না পূজেন ব্যাস এই শ্রীপাদ তোমার।"

মহাপ্রভু, নিত্যানন্দের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া, হস্তস্থিত মালা ব্যাসদেবকে অর্পণ করিতে অনুমতি করিলেন ; অমনি নিত্যানন্দ হর্ষোৎফুল্ল বদনে সেই মালা চৈতন্য দেবের গলায়

পরাইয়া দিলেন। এই সময় মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইয়া নিত্যানন্দকে ষড়ভূজ মূর্ত্তিতে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

ইহার কিয়দ্দিবস পরে অদ্বৈত আচার্য্য সপরিবারে নবদ্বীপে যাইয়া, মহাপ্রভুর দর্শন-লাভ ও তাঁহার পাদপদ্ম অর্চ্চনা করিয়া আপনাকে ধন্য করিলেন। অদ্বৈত ও নিত্যা-নন্দ এক আত্মা—ভিন্ন দেহ; উভয়ের সম্মিলনে প্রেম পারাবার উথলিয়া উঠিল; সেই নিরা-বিল প্রেমের বন্যায় ভক্তমণ্ডলিসহ নদীয়া নগরী ভাসিয়া গেল!

এই সময় নবদ্বীপে যে প্রেমের বাজার বসিয়াছিল, তাহা অতুলনীয়। স্বয়ং চৈতন্য-দেব এই বাজারের মূল মহাজন, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভৃতি প্রিয় পরিচরবর্গ প্রেমিক দোকানদার! নিত্য নূতন প্রেমের আমদানী আরম্ভ হইল, নানা দেশ হইতে প্রতিদিন নূতন নূতন প্রেমিক ক্রেতা আসিয়া জুটিতে

লাগিল। সেকালে এই প্রেম বাজারের আনন্দ কোলাহলে সমগ্র বঙ্গদেশ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল!

প্রভু নিত্যানন্দ এই সময় নিরন্তর প্রেম সাগরে নিমগ্ন থাকিতেন। তিনি প্রেমাবেশে ক্রমেই বাল্যভাবাপন্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন। শ্রীবাসের পত্নী মালিনী দেবীকে তিনি মাতৃ সম্বোধন করিতেন এবং বালকের ন্যায় তাঁহার স্তন্য পান করিতেন। অনেক সময় স্বহস্তে আহার করিতে সমর্থ হইতেন না, মালিনী দেবী সস্নেহে তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিতেন। বাল্যভাবাপন্ন নিত্যানন্দ নগরে বাহির হইয়া, কখনও গঙ্গায় পড়িয়া সাঁতার কাটিতেন, কখনও বালকগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া খেলা করিতেন, কখনও গোপগণের ক্ষীর ছানা লইয়া পলায়ন করিতেন। আবার সময় সময় বালকের ন্যায় উলঙ্গ হইয়া বেড়াইতেও কুণ্ঠিত হইতেন না!

একদিন শচী মাতার আগ্রহে, গৌরচন্দ্র, নিত্যানন্দকে আপন বাড়ীতে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। নিত্যানন্দ হৃষ্টচিত্তে নিমন্ত্রণ রক্ষার নিমিত্ত চলিলেন; তখন গৌরাঙ্গ বলিলেন,—

"আমার বাড়ীতে আজি গোসাঞির ভিক্ষা।
চঞ্চলতা না করিবা করাইল শিক্ষা॥"
চৈঃ, ভাঃ।

এই কথা শুনিয়া,—

"কর্ণ ধরি নিত্যানন্দ বিষ্ণু বিষ্ণু বোলে।
চঞ্চলতা করে যত পাগল সকলে॥
এ বুঝিয়ে মোরে তুমি বাসয়ে চঞ্চল।
আপনার মত তুমি দেখহ সকল॥"
চৈঃ, ভাঃ।

এবম্বিধ প্রেমের কোঁদল করিতে করিতে উভয়ে শচী দেবীর সমীপে উপনীত হইলেন। মা উভয়কে ভোজন করাইতে বসাইয়া, স্বয়ং সযত্নে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ভোজন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময়,—

"আরবার আসি আই দুই জন দেখে।
বৎসর পাঁচের শিশু যেন পরতেখে॥
কৃষ্ণ শুক্ল বর্ণ দেখে দুই মনোহর।
দুই জন চতুর্ভুজ—দুই দিগম্বর॥
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল, মষল।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ দেখে মকর কুণ্ডল॥"

এই ব্যাপার দর্শনে শচী মাতা চমৎকৃতা হইলেন। তিনি তদবধি গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দকে ভাল মতে চিনিয়াছিলেন।

ভক্তমণ্ডলী সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেই পাষণ্ডিগণ আসিয়া নানাবিধ উপদ্রব করিত। এজন্য শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে রজনীযোগে সদর দ্বার বন্ধ করিয়া কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করা হইল। সময় সময় চন্দ্রশেখরের গৃহেও কীর্ত্তনাদি হইত। দ্বার রুদ্ধ থাকিবার দরুণ বৈষ্ণবদ্বেষিগণ আঙ্গিনায় প্রবেশের সুযোগ না পাইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং বৈষ্ণব মহাজনদিগের নানাবিধ মিথ্যা অপবাদ রটনা করিতে লাগিল। তাহারা হুঙ্কার ও হরিধ্বনি শুনিয়া বলিত,—

"নিশায় এ-গুলা খায় মদিরা আনিয়া ॥
এগুলা সকল মধুমতী সিদ্ধি জানে।
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে ॥"
চৈঃ ভাঃ—মধ্য খঃ, ৮ম অধ্যায়।

একদিন মালিনী দেবী ঠাকুর সেবার ঘৃতের বাটী রাখিয়া অন্য কার্য্যে ব্যাপৃতা আছেন, এমন সময় হঠাৎ একটা কাক আসিয়া সেই বাটী লইয়া গেল। এবং বাটী অন্যত্র ফেলিয়া সেই কাক পুনর্ব্বার দৃষ্টিগোচর স্থানে আসিয়া বসিল। ঠাকুর সেবার বাটী না পাইলে স্বামী রাগান্বিত হইবেন, এই ভয়ে মালিনী নিতান্ত ব্যাকুলা হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময় নিত্যানন্দ আসিয়া সমস্ত কথা শুনিলেন এবং মালিনীকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন,—"আপনি চিন্তিতা হইবেন না, আমি এখনই বাটী আনিয়া দিতেছি।" ইহার পর তিনি কাকের প্রতি বাটী আনিয়া দিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন, অমনি কাক উড়িয়া যাইয়া বাটিটী আনিয়া মালিনীর সম্মুখে ফেলিয়া

দিল। মালিনী সবিস্ময়ে বুঝিলেন, নিত্যানন্দ মনুষ্য নহেন!

নিত্যানন্দ সর্ব্বদাই প্রেমাবেশে আত্মহারা অবস্থায় থাকিতেন। একদিন চৈতন্য দেব পত্নীসহ একত্র উপবিষ্ট হইয়া নানাবিধ আলাপ করিতেছেন, এমন সময় নিত্যানন্দ বালক-ভাবে উলঙ্গাবস্থায় সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই, কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রলাপের ন্যায় অসম্বদ্ধ উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন, যথা,—

"প্রভু বলে 'নিত্যানন্দ কেন দিগম্বর'?
নিত্যানন্দ 'হয় হয়' করয়ে উত্তর॥
প্রভু বলে 'নিত্যানন্দ পরহ বসন।
নিত্যানন্দ বলে 'আজি আমার গমন'॥"
ইত্যাদি।
চৈঃ ভাঃ—মধ্য খঃ, ১২শ অঃ।

ইহার পর প্রভু স্বহস্তে নিত্যানন্দকে কাপড় পরাইয়া দিয়াছিলেন।

এক বৎসরকাল দ্বার রুদ্ধ করিয়া সংকীর্ত্তন

হইল। ইহার পর একদিন চৈতন্য দেব ভাবাবেশে নিত্যানন্দ ও হরিদাসের প্রতি আদেশ করিলেন,—

"শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
'কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ বোল, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥
ইহা বই আর না বলিবা বোলাইবা।
দিন অবসানে আসি আমারে কহিবা॥
তোমরা করিলে ভিক্ষা যেই না বলিব।
তবে আমি চক্র হস্তে সভাবে কাটিব॥"

চৈ ভা।—মধ্য খঃ, ১৩শ অ।

প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া নিত্যানন্দ ও হরিদাস নগরে বাহির হইলেন, এবং গৃহে গৃহে যাইয়া নাম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সন্ন্যাসীর বেশ দর্শন ও বাক্য শ্রবণ করিয়া নানা ব্যক্তি নানা কথা বলিতে লাগিল। কৃষ্ণ নাম করিবার নিমিত্ত অনুরুদ্ধ হইয়া,—

"করিব করিব" কেহ বোলয়ে সন্তোষে।
কেহ বোলে দুইজন ক্ষিপ্ত মন্ত্র দোষে॥

যে-গুলা চৈতন্যনৃত্যে না পাইল দ্বার।
তার বাণী গেলে মাত্র বোলে 'মার মার॥
ভব্য ভব্য লোক সকল হইল পাগল।
নিমাই পণ্ডিত নষ্ট করিল সকল'॥
কেহো বোলে দুইজন কিবা চোর চর।
ছলা করি চর্চ্চিয়া বুলয়ে ঘরে ঘর॥"

চৈঃ, ভাঃ—মধ্য খঃ, ১৩শ অঃ।

এই ভাবে নানা ব্যক্তি নানা কথা বলিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহারা চৈতন্য দেবের আদেশানুসারে প্রতিদিন নগরে বেড়াইয়া নাম কীর্ত্তন করিতে বিরত হইলেন না। তাঁহারা প্রচার কার্য্যে বাহির হইয়া,—

"একদিন পথে দেখে দুই মাতোয়াল।
মহা দস্যু দুই জন, মদ্যপ বিশাল॥
সেই দুই জনের কথা কহিতে অপার।
তারা নাহি করে হেন পাপ নাহি আর॥
ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গো-মাংস ভক্ষণ।
ডাকা চুরি পর গৃহ দাহে সর্ব্বক্ষণ॥
*　　*　　*　　*
দুই জন পথে পড়ি গড়াগড়ি যায়।
যাহারে যে পায় সেই তাহারে কিলায়॥

ক্ষণে দুই জনে প্রীত, ক্ষণে ধরে চুলে।
'চকার বকার' শব্দ উচ্চ করি বোলে॥
দুই জনে কিলাকিলি গালাগালি করে।
নিত্যানন্দ হরিদাস দেখে থাকি দূরে॥
চৈঃ, ভাঃ—মধ্য খঃ, ১৩শ অঃ।

বাস্তার লোকের নিকট নিত্যানন্দ শুনিলেন, এই দুই সুরাশক্ত পাষণ্ড জাতিতে ব্রাহ্মণ, ইহাদের নাম জগাই ও মাধাই। সকলে বলিতে লাগিল, ইহারা সদ্বংশজাত এবং ইহাদের পিতা মাতা অতি সৎ। কিন্তু এই দুই ব্যক্তি চিরজীবন কেবল পাপ কার্য্যেই লিপ্ত আছে। ইহাদের চরিত্রদোষে আত্মীয়গণকর্ত্তৃক বর্জ্জিত হইয়া কেবল মদ্যপায়িগণের সঙ্গে অহোরাত্র মদ্যপান করে, আর নানাবিধ কুকার্য্যে লিপ্ত থাকে।

শুনিয়া নিত্যানন্দ মনে করিলেন, প্রভু পাপীর নিস্তারের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন, এমন ঘোরপাপী আর কোথায় পাইবেন! ইহাদিগকে উদ্ধার করিলে তাঁহার মহিমা

জগতে ঘোষিত হইবে। ইহারা এখন সুরা-পানে যেরূপ উন্মত্ত হইয়াছে, কৃষ্ণ নামামৃত-দানে যদি ইহা দিগকে তদ্রূপ উন্মত্ত করা যাইতে পারে, তবে আমার পর্য্যটন সার্থক মনে করিব। এইরূপ ভাবিয়া নিত্যানন্দ হরিদাস সহ প্রভুর আদেশ শুনাইবার নিমিত্ত মাতাল দ্বয়ের নিকটবর্ত্তী হইতে চলিলেন, পথিকগণ তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিল,—

"————————নিকটে না যাও।
নাগালি পাইলে পাছে পরাণ হারাও॥
আমরা অন্তরে থাকি পরম তরাসে।
তোমরা নিকটে যাহ কেমন সাহসে॥
কিসের সন্ন্যাসিজ্ঞান ও দুইর ঠাঞি।
ব্রহ্ম বধে গো বধে যাহার অন্ত নাঞি॥"

পথিকগণের কথা না শুনিয়া তাঁহারা মাতাল-দিগের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

"বোল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥
তোমা সভা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার॥"

জগাই মাধাই তৎকালে নেশার ঝোঁকে রাস্তার উপর শায়িত অবস্থায় ছিল, তাহারা—

"ডাক শুনি মাথা তুলি চাহে দুই জন।
মহা ক্রোধে দুই জন অরুণ নয়ন॥
সন্ন্যাসী-আকার দেখি মাথা তুলি চায়।
'ধর ধর' বলি দোঁহে ধরিবারে যায॥"

তখন প্রমাদ গণিয়া,—

"আথেব্যথে নিত্যানন্দ হরিদাস ধায।
'রহ রহ' বলি দুই দস্যু পাছে যায॥
ধাইয়া আইসে পাছে তর্জ্জ গর্জ্জ করে।
মহাভয় পাই দুই প্রভু ধায় ডরে॥"

প্রভুদ্বয়ের বিপদ দেখিয়া কেহ আনন্দিত, কেহ বা ত্রাসিত হইল। কেহ বলে,—

"———'তখনই নিষেধ করিল।
এ দুই সন্ন্যাসী আজি সঙ্কটে পড়িল'॥
যতেক পাষণ্ডী সব হাসে মনে মনে।
'ভণ্ডের উচিত শাস্তি কৈল নারায়ণে'
'কৃষ্ণ রক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ' সু-ব্রাহ্মণ বোলে।
সে স্থান ছাড়িয়া ভয়ে চলিলা সকলে॥"

পাপীর পরিত্রাণের নিমিত্ত আসিয়া, প্রভুদ্বয় আপনাদিগের পরিত্রানের পথ খুঁজিয়া

পাইতেছেন না। তাঁহারা বিপদে পড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন, একবার পেছনের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, মাতালদ্বয় অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তাহাদের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া কঠিন; তখন,—

"নিত্যানন্দ বোলে—'ভাল হইল বৈষ্ণব!
আজি যদি প্রাণ পাই তবে হবে সব'।
হরিদাস বোলে—'ঠাকুর আর কেনে বোল।
তোমার বুদ্ধিতে অপমৃত্যে প্রাণ গেল॥
মদ্যপেরে কৈলে যেন কৃষ্ণ উপদেশ'।
উচিত তাহার শাস্তি প্রাণ অবশেষ॥"
চৈঃ, ভাঃ।

এই রূপে ঝগড়া করিতে করিতে দুই জনে প্রাণপণে দৌড়িয়া ঠাকুরের বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন, মাতালদ্বয় নেশার ঝোঁকে চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

নিত্যানন্দ, মহাপ্রভুর সমীপে মাতালদ্বয়ের অবস্থা বর্ণন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, প্রভো! ইহাদিগকে উদ্ধার করিয়া তোমার

পতিতপাবন নাম সার্থক করিতে হইবে। মহাপ্রভু ঈষদ্ হাস্য করিয়া নিত্যানন্দের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সম্মত হইলেন; ভক্তবৃন্দ উল্লাসে হরিধ্বনি করিতে লাগিল।

নিত্যানন্দ প্রচার কার্য্যে নগরে বাহির হইয়া, সর্ব্বদাই প্রেমের ঘোরে নিমগ্ন থাকিতেন। অনেক সময় হরিদাসকে ফেলিয়া তিনি নানা দিকে চলিয়া যাইতেন। নিত্যানন্দের কার্য্যের দরুণ সর্ব্বদা হরিদাসকে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত। এজন্য তিনি সময় সময় দুঃখিত ও বিরক্ত হইতেন। আজ নিত্যানন্দের প্ররোচনায় জগাই মাধাইর হাতে পড়িয়া লাঞ্ছিত হওয়ায় হরিদাস অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া অদ্বৈত প্রভুর নিকট বলিলেন,—

"চঞ্চলের সঙ্গে প্রভু আমারে পাঠায়।
আমি থাকি কোথা, সেবা কোন্ দিকে যায়॥
বরিষায় জাহ্নবীয়ে কুম্ভীর বেড়ায়।
সাঁতার কাটিয়া তারে ধরিবারে যায়॥

কুলে থাকি ডাক পাড়ি, করি হায় হায়।
সকল গঙ্গার মাঝে ভাসিয়া বেড়ায়॥
যদি বা কুলেতে উঠে ছাওয়াল দেখিয়া।
মারিবার তরে শিশু যায় খেদাড়িয়া॥
তার পিতা মাতা আইসে হাথে ঠেঙ্গা লৈয়া।
তা' সভা' পাঠাই আমি চরণে ধরিয়া॥
গোয়ালার ঘৃত দধি লইয়া পলায়।
আমারে ধরিয়া তারা মারিবারে চায়॥
সেই সে করয়ে কর্ম্ম যে যুগত নহে।
কুমারী দেখিয়া বিভা করিবারে চাহে॥
চড়িয়া ষাঢ়ের পিঠে 'মহেশ' বোলায়।
পরের গাভীর দুগ্ধ তাহা দুই খায়॥
আমি শিখাইতে, গালি পারয়ে তোমারে।
'তোহোর অদ্বৈত মোর কি করিতে পারে॥
চৈতন্য—বলিস্ যারে ঠাকুর করিয়া।
সেবা কি করিতে পারে আমারে আসিয়া'॥
কিছুই না কহি আমি ঠাকুরের স্থানে।
দৈবে ভাগ্যে আজি রক্ষা পাইল পরাণে॥
মহা মাতোয়াল দুই পথে পড়ি আছে।
কৃষ্ণ উপদেশ গিয়া কহে তার কাছে॥
মহা ক্রোধে ধাইয়া আইসে পুনর্ব্বার।
জীবন রক্ষার হেতু প্রসাদ তোমার॥

চৈঃ, ভাঃ,—মধ্য খঃ, ১৩শ অঃ।

প্রেম-মাতোয়ারাকে লইয়া হরিদাস সর্ব্বদাই এইরূপ বিপদ ভোগ করিয়া থাকেন! অদ্বৈত

প্রভু নিত্যানন্দকে ভাল মতে জানিতেন, তিনি হরিদাসের কথা শুনিয়া প্রেমানন্দে হাস্য করিতে লাগিলেন।

একদিন নিত্যানন্দ নগরে ভ্রমণ ও নাম প্রচার করিয়া রাত্রিতে মহাপ্রভু সন্নিধানে যাইতেছেন, পথে জগাই ও মাধাইর সঙ্গে দেখা হইল। তাহারা "কে রে—কে রে" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। নিত্যানন্দ বলিলেন, "আমি অবধূত"। অবধূত নাম শ্রবণে মাধাই ক্রোধান্ধ হইয়া, 'মুকুটি' তুলিয়া প্রভুর শিরে আঘাত করিল। কাণার আঘাতে মস্তক হইতে প্রবল ধারে শোণিতপাত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া জগাইর অন্তরে করুণার সঞ্চার হইল। মাধাই পুনর্ব্বার আঘাত করিতে উদ্যত হইলে, জগাই তাহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক বাধা দিয়া বলিলেন,—

"কেন হেন করিলে নির্দ্দয় তুমি দঢ়।
দেশান্তরী মারিয়া কি হইবা তুমি বড়॥

এড় এড়— অবধূত না মারিহ আর।
সন্ন্যাসী মারিয়া কোন লাভ বা তোমার ॥”

জগাইর অনুরোধে মাধাই নিরস্ত হইল। প্রেমের অবতার নিত্যানন্দ এই ঘটনায় দুঃখিত বা ক্রুদ্ধ না হইয়া প্রেমানন্দে নাচিয়া নাচিয়া হরি নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং রুধিরপ্লাবিত দেহে মাধাইকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—

“মারলি মারলি করলি ভাল,
একবার চাঁদ বদনে হরি বল!”

অনতিবিলম্বে এই সংবাদ চৈতন্য দেব সমীপে পৌঁছিল, তিনি উদ্বিগ্ন মনে সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং নিত্যানন্দের দুরবস্থা দর্শনে ক্রোধকম্পিত কলেবরে জগাই ও মাধাইকে সংহার করিবার নিমিত্ত চক্র উত্তোলন করিলেন। তখন প্রেমের অবতার নিত্যানন্দ রক্তাক্ত কলেবরে হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন,—“প্রভু,

দৈববশতঃ আমার রক্তপাত হইয়াছে, আমি ইহাতে কষ্ট পাই নাই। বিশেষতঃ জগাইর কোন দোষ নাই, বরং সে মাধাইর হাত হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছে।" তিনি আরও বলিলেন,—"প্রভো! নাম প্রেমে জগত ভাসাইতে আসিয়া ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিতেছেন কেন! সুদর্শন সম্বরণ করুণ এ অবতারের অমোঘ অস্ত্র হরি নাম—তাহা প্রয়োগ করিয়া ইহাদের পাপ তাপ বিনাশ করুণ! এই দুই জনের জীবন আমাকে ভিক্ষা দেওয়া হউক!" "জগাই রক্ষা করিয়াছে"—শুনিয়া মহাপ্রভু জগাইকে জড়াইয়া বক্ষে ধারণ করিলেন এবং বলিলেন,—"তোমাকে কৃষ্ণ কৃপা করুণ, তুমি নিত্যানন্দকে রক্ষা করিয়া আমায় কিনিয়াছ, অদ্য হইতে তোমার প্রেমভক্তি লাভ হউক।" এই বর শুনিয়া ভক্তগণ উল্লাসে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। জগাই শ্রীঅঙ্গের স্পর্শে মূর্চ্ছিত হইয়া

পড়িল ; তখন চৈতন্যদেব তাহার বক্ষে চরণ স্থাপন করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিলেন ! জগাই চেতনা লাভ করিয়া, প্রেমানন্দে হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল !

জগাই ও মাধাই এক আত্মা—ভিন্ন দেহ। তাহারা উভয়ে এক সঙ্গে থাকিত, এক কার্য্য করিত, উভয়ে সমান পাপী। জগাইর পরিবর্ত্তন দেখিয়া মাধাইর চিত্তবৃত্তিও হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইল, সে মহাপ্রভুর চরণতলে পতিত হইয়া বলিতে লাগিল,—

"দুইজনে একঠাঁই কৈল প্রভু পাপ।
অনুগ্রহ কেন প্রভু হয় দুই ভাগ ?
মোরে অনুগ্রহ কর লও তোর নাম।
আমারে উদ্ধার করিবারে নারে আন ॥"
চৈঃ, ভাঃ।

মহাপ্রভু তখনও মাধাইর প্রতি সদয় হইতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "তোমার পরিত্রাণ নাই, তুমি নিত্যানন্দের রক্তপাত করিয়া উদ্ধারের অযোগ্য হইয়াছ।"

মাধাইর জ্ঞান চক্ষু ফুটিয়াছে; সে এ কথায় নিরস্ত হইবার নহে; করযোড়ে মহাপ্রভু সমীপে নিবেদন করিল,—

"———ইহা বলিতে না পার।
আপনার ধর্ম্ম প্রভু আপনি কেন ছাড?
বাণে বিন্ধিলেন তোমা যে অসুর গণে।
নিজ পদ তা সবারে তবে দিলে কেন?"

চৈতন্যচন্দ্র এ কথায়ও সন্তুষ্ট হইলেন না। অনেক পীড়াপীড়ির পরে আদেশ করিলেন,—"তুমি নিত্যানন্দের চরণতলে লুটাইয়া পড়, তিনি ক্ষমা না করিলে, তোমার মুক্তির অন্য উপায় নাই।" মাধাই তাহাই করিল; তখন নিত্যানন্দ সদয় হৃদয়ে মহাপ্রভুর নিকট মাধাইর নিমিত্ত মুক্তিভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। প্রভুর কৃপাকটাক্ষপাতে মাধাই "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল!

জগাই ও মাধাইর উদ্ধার সাধনই নিত্যানন্দ প্রভুর সর্ব্বাপেক্ষা সমুজ্জ্বলকীর্ত্তি। তিনি এই পাষণ্ডদ্বয়ের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া

যে দেবত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভাষায় পরিব্যক্ত হইবার বিষয় নহে। এইরূপ নিরাবিল প্রেমের স্রোতে পাপ তাপ প্রক্ষালিত করিয়া, পিশাচকে দেবতা করিয়া তুলিবার দৃষ্টান্ত জগতে অতি বিরল!

ইহার পর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শান্তিপুরাভিমুখ চলিলেন। প্রভু নিত্যানন্দ তাঁহার সহগামী হইয়াছিলেন। শান্তিপুরে যাইয়া দেখিলেন, অদ্বৈত প্রভু ভক্তিযোগের পরিবর্ত্তে শিষ্যদিগকে জ্ঞানযোগ শিক্ষা করাইতেছেন। এই ব্যাপার দর্শনে মহাপ্রভু নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া অদ্বৈতকে বহুবিধ ভৎসনা করিলেন। অতঃপর অদ্বৈতাচার্য্য জ্ঞান ব্যাখার পরিবর্ত্তে ভক্তি ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া শিষ্যদিগকে ধন্য করিতে লাগিলেন।

মুসলমান রাজত্বকালে প্রবল প্রতাপান্বিত কাজিগণ প্রজাসাধারণের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। নবদ্বীপের চাঁদকাজি দুষ্ট লোক-

গণের প্ররোচনায় হরিসংকীর্ত্তনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার অনুচরগণ ভক্ত-বৃন্দের গৃহে প্রবেশ করিয়া নানারূপ উৎপীড়ন ও মৃদঙ্গ ভঙ্গ করিতে লাগিল। ভয়বিহ্বল নগরবাসিগণ সংকীর্ত্তন বন্ধ করিয়া সকল কথা মহাপ্রভু সমীপে নিবেদন করিল। তিনি রাগা-ন্বিত হইয়া বৃহৎ এক সংকীর্ত্তনের দলসহ নগরে বাহির হইলেন। সে দিন প্রেমোন্মত্ত ভক্তের পদভরে ও হুঙ্কারে,—নগরবাসিগণের জয়-ধ্বনিতে এবং সংকীর্ত্তনের সুগভীর রোলে নবদ্বীপ টলমল করিতেছিল। পথের লোকেরা সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়া আত্মহারা হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল, প্রেমের বন্যায় নদীয়া ভাসিয়া গেল!

মহাপ্রভু নগর ভ্রমণ করিয়া কাজির দ্বারে যাইয়া উপনীত হইলেন। ভয়ে কাজি স্বগণ-সহ বাটির অভ্যন্তরে লুক্কায়িত রহিলেন। এ দিকে বহুসংখ্যক লোক তাঁহার বাড়ীতে

প্রবেশ করিয়া ঘর দরজা ভাঙ্গিয়াদিল এবং ফুলের বাগানগুলি ছারখার করিল। তখন কাজি প্রমাদ গণিয়া, মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলেন। এবং সন্ত্রস্ত ভাবে বলিলেন,—

"—শুনিল তুমি আইলা ক্রুদ্ধ হৈয়া।
তোমা শান্ত করিবারে রহিলুঁ লুকাইয়া॥
এবে তুমি শান্ত হৈলা আসিয়া মিলিলাঙ।
ভাগ্য মোর তোমা হেন অতিথি পাইলাঙ॥
গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় মোর চাচা।
দেহ সম্বন্ধ হৈতে গ্রাম সম্বন্ধ হয় সাঁচা॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয়েন তোমার নানা।
সেই সম্বন্ধে হয় তুমি আমার ভাগিনা॥
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়॥" ইত্যাদি।
চৈঃ, চঃ,—আঃ খঃ, ১৭শ পঃ।

ধর্ম্মবলের নিকট সকলকেই মস্তক নত করিতে হয়। বৈষ্ণবধর্ম্মদ্বেষী যে কাজি নগরের প্রতি ঘরে লোক প্রবেশ করাইয়া দিয়া, নানাবিধ অত্যাচার করিত এবং যে পাষণ্ড সর্ব্বদা সংকীর্ত্তনের বিঘ্ন ঘটাইত, আজ সেই

কাজি নগরবাসিগণের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াও প্রেমের অবতার মহাপ্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে ভাগিনেয় সম্বোধন করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন! রাজ ক্ষমতার বলে বলীয়ান গর্ব্বিত কাজির সমস্ত দর্প ও অহঙ্কার গৌরচন্দ্রের হুঙ্কারে উড়িয়া গেল! কাজি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, এক বিকটাকার নৃসিংহ মূর্ত্তি তাঁহার বক্ষের উপর বসিয়া শাসাইয়া বলিতেছেন, "আবার যদি কখনও সংকীর্ত্তনে বিঘ্ন ঘটাও, তবে তোমাকে নখরে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিব।" এই কারণেই কাজি এত শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন!

এইরূপে নবদ্বীপে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত করিয়া মহাপ্রভু ১৪৩১ শকের উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে কণ্টকনগরে (কাঁটোয়াতে) যাইয়া কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন।

কিয়ৎকাল কণ্টকনগরে নর্ত্তন-কীর্ত্তনে অতিবাহিত করিয়া মহাপ্রভু নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই ঘটনায় ভক্তমণ্ডলী নিতান্তই ক্ষুণ্ণ এবং মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "তোমরা গৃহে বসিয়া নাম কীর্ত্তন করিতে থাক, আমি কিয়দ্দিবস পরে আবার আসিয়া তোমাদের সহিত মিলিত হইব।" এইরূপ প্রবোধ বাক্য দ্বারা সকলকে বিদায় করিলেন; কেবল,—

"নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ গোবিন্দ।
সংহতি জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ॥"
চৈঃ, ভাঃ,—অন্ত খঃ, ২য় অঃ।

এই কয়টী শ্রমসহিষ্ণু প্রধান পরিকর মহাপ্রভুর সঙ্গে যাইবার অধিকার পাইলেন। অদ্বৈত প্রকাশে কিন্তু সহযাত্রিগণের নামের কিছু বৈলক্ষণ্য দেখাযায়, যথা,—

"সঙ্গে চলে নিত্যানন্দ আর শ্রীমুকুন্দ।
দামোদর পণ্ডিত আর শ্রীজগদানন্দ॥"
অঃ, প্রঃ,—৫ম অঃ।

এবম্বিধ অনৈক্যের কারণ বুঝা গেল না। যাহাহউক, প্রভু নিত্যানন্দ যে মহাপ্রভুর সহগামী হইয়াছিলেন, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত।

নীলাচলের পথে নানাস্থানে অবস্থান করিয়া তাঁহারা প্রেম বিতরণ করিতে লাগিলেন, আপনারাও প্রেমের ঘোরে আত্মহারা হইয়া চলিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে অনন্ত পাপী ও পাষণ্ড আসিয়া মহাপ্রভুর পদছায়ার আশ্রয় গ্রহণে কৃতার্থ হইল। এই ভাবে প্রেমানন্দে নৃত্য গীত করিতে করিতে সমস্ত পথ অতিবাহিত করিয়া মহাপ্রভু পারিষদবর্গসহ নীলাচলে উপস্থিত হইলেন।

চৈতন্য ও নিত্যানন্দের প্রেমাবেশ অনির্ব্বচনীয়! মহাপ্রভু রাস্তায় থাকা সময়েই বারম্বার মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। সেই আত্মহারা অবস্থায়ই তিনি জগন্নাথ দর্শন করিয়াছিলেন। আর,—

"শ্রীচৈতন্য রসে নিত্যানন্দ মহাধীর।
পরম উদ্দাম—এক স্থানে নহে স্থির॥

জগন্নাথ দেখিয়া যায়েন ধরিবারে।
পড়িহারিগণে কেহো রাখিতে না পারে॥
একদিন উঠিয়া সুবর্ণ সিংহাসনে।
বলরাম ধরিয়া করিলা আলিঙ্গনে॥
উঠিতেই পড়িহারী ধরিলেন হাথ।
ধরিতে পড়িল গিয়া হাথ পাঁচ সাত॥
নিত্যানন্দ প্রভু বলরামের গলার।
মালা লই পরিলেন গলে আপনার॥"

চৈঃ, ভাঃ—অন্ত খঃ, ৩য় অঃ।

কিছুদিন নীলাচলে অবস্থান করিবার পর, মহাপ্রভু গৌড়দেশে যাইয়া জননীর সঙ্গে দেখা করিলেন, এবং কিয়দ্দিবস সেখানে অবস্থান করিয়া পুনর্ব্বার নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সময় মহাপ্রভু মনে ভাবিলেন, "আমি সন্ন্যাসী এবং আমার প্রধান প্রধান পারিষদবর্গ সকলেই সন্ন্যাসী। ইহা দেখিয়া লোকের গার্হস্থ্য আশ্রমের প্রতি ক্রমেই বিরাগ জন্মিতেছে, এই স্রোত ফিরাইয়া দেওয়া আবশ্যক। নিত্যানন্দ ব্যতীত এই প্রবল

স্রোতে বাধা দেওয়া আর কাহারও পক্ষে সহজসাধ্য হইবে না।" ইহা ভাবিয়া,—

"একদিন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি।
নিভৃতে বসিলা নিত্যানন্দে সঙ্গে করি॥
প্রভু বোলে শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজ মুখে।
'মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেম সুখে॥'
তুমিও থাকিলা যদি মুনি ধর্ম্ম করি
আপন উদ্দাম ভাব সব পরিহরি॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বোল দেখি আর কেবা করিব উদ্ধার॥
ভক্তিরস দাতা তুমি তুমি সম্বরিলে।
তবে অবতার বা কি নিমিত্তে করিলে॥
এতেক আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌরদেশে যাও॥
মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যতজন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সভার মোচন॥"

চৈঃ, ভাঃ—অন্ত খঃ, ৫ম অঃ।

নিত্যানন্দ বিবাহ করিবার নিমিত্ত অনুমতি পাইয়া ছিলেন কি না, চৈতন্য ভাগবতে তৎসম্বন্ধীয় কোন কথার উল্লেখ নাই। "তুমিও থাকিলা যদি মুনি ধর্ম্ম করি" এই কথা গৃহস্থা-

শ্রম অবলম্বনপক্ষে ইঙ্গিত হইলেও হইতে পারে। উক্ত গ্রন্থে নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ সম্বন্ধীয় কোন কথা পাওয়া যায় না। চৈতন্য চরিতামৃতেও বিবাহের অনুমতি বিষয়ক কোন কথা নাই। উক্ত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে,—

"নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিলা যাও গৌর দেশে।
অনর্গল কৃষ্ণ ভক্তি করহ প্রকাশে॥
রামদাস গদাধর আদি কথো জনে।
তোমার সহায় লাগি দিল তোমার সনে॥
মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকটে যাইব।
অলক্ষিতে রহি তোমার নৃত্য দেখিব॥"
চৈঃ, চঃ,—মঃ লীলা, ১৫শ পঃ।

অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থে বিবাহের অনুমতির কথা পাওয়া যাইতেছে, যথা—

"নিত্যানন্দে বিবাহ করিতে আদেশিলা।
গৌর আজ্ঞায় ভক্ত বৃন্দ নিজ দেশ গেলা॥"
অঃ, প্রঃ,—১৯শ অঃ।

প্রভু নিত্যানন্দ তাঁহার পারিষদবর্গ সহ মহাপ্রভুর আদেশ প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত গৌরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নিম্নলিখিত

বৈষ্ণব মহাজনগণ নিত্যানন্দের অনুগামী হইয়াছিলেন,—

"রামদাস গঙ্গাধর দাস মহাশয়।
রঘুনাথ বেজওঝা—ভক্তি রসময়॥
কৃষ্ণদাস পণ্ডিত পরমেশ্বর দাস।
পুরন্দর পণ্ডিতের পরম উল্লাস॥"
চৈঃ, ভাঃ,—অন্ত খঃ, ৫ম অঃ।

নিত্যানন্দ প্রেমের বন্যায় দেশ ভাসাইয়া অহোরাত্র সংকীর্ত্তন করিতে করিতে বাহ্য-জ্ঞান শূন্যাবস্থায় গৌড়াভিমুখে চলিলেন। পথে অনেকলোক আসিয়া তাঁহার পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে তিনি গঙ্গার তীরবর্ত্তী পাণিহাটী গ্রামে যাইয়া রাঘবপণ্ডিতের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এখানে প্রেমাবেশে নর্ত্তন-কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। প্রভু স্বয়ং বিভোর-চিত্তে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রেম-বিহ্বল দৃষ্টির এমনই শক্তি জন্মিয়াছিল যে,—

"যাহাবে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে।
সেই প্রেমে ঢলিয়া পড়েন পৃথিবীতে॥"
চৈঃ, ভাঃ,—অন্ত খঃ, ৫ম অঃ।

কীর্ত্তনাবসানের পর প্রভু নিত্যানন্দ আবেশভরে খট্টায় উপবিষ্ট হইয়া, তাঁহাকে অভিষেক করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। ভক্ত-বৃন্দ অভিষেক মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সুবাসিত বারি দ্বারা অভিষেক কার্য্য সমাপনান্তে প্রভুকে সুবর্ণভূষিত সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট করাইলেন। রাঘবপণ্ডিত তাঁহার মস্তকে ছত্র ধারণ করিলেন। চতুর্দ্দিকে আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল। তখন প্রভু কদম্ব পুষ্পের মালা গাঁথিয়া আনিবার নিমিত্ত রাঘব পণ্ডিতের প্রতি আদেশ করিলেন। পণ্ডিত বলিলেন—"ইহা কদম্ব পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবার কাল নহে।" প্রভু বলিলেন,—"বাড়ীর ভিতরে যাইয়া অনুসন্ধান কর।" তখন—

"বাড়ীর ভিতরে গিয়া চাহেন রাঘব।
বিস্মিত হইয়া দেখি মহা অনুভব॥
জম্বীরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল।
ফুটিয়া আছয়ে অতি পরম অতুল॥
কি অপূর্ব্ব বর্ণ সে বা কি অপূর্ব্ব গন্ধ।
সে পুষ্প দেখিলে ক্ষয় যায় সর্ব্ব বন্ধ॥"
চৈ, ভাঃ,—অন্তঃ খঃ, ৫ম অঃ।

সেই কদম্ব পুষ্পের মালা গাঁথিয়া প্রভুর গলায় পরাইয়া দেওয়া হইল, তিনি পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। প্রভু নিত্যানন্দ এই ভাবে তিন মাস কাল পাণিহাটী গ্রামে অবস্থান করিয়া নানাবিধ লীলা প্রকাশ করিলেন। এই সময় পাণিহাটী ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামগুলির অধিকাংশ লোক প্রেমে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। এই স্থানে বহুশত লোক কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিল।

কিছুদিন পরে প্রভুর বেশভূষা করিবার সাধ জন্মিল। তিনি নানাবিধ বহুমূল্য অলঙ্কার ও সুন্দর বস্ত্র দ্বারা আপন অঙ্গ সুসজ্জিত করিলেন। পারিষদগণও প্রভুর ন্যায় অলঙ্কারে ভূষিত হইলেন। এই বেশে তাঁহারা নগরের গৃহে গৃহে বেড়াইয়া নাম প্রচার করিতে লাগিলেন, এবং গঙ্গার উভয় তীরবর্ত্তী গ্রাম সমূহ পরিভ্রমণ করিয়া অনেক পাপী ও পাষণ্ডকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন।

নিত্যানন্দের বেশবিন্যাস ও বিলাসিতা দর্শনে নবদ্বীপবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের মনে নিতান্ত সন্দেহ জন্মিল। ইহার পরে তিনি একবার নীলাচলে যাইয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো, নিত্যানন্দ সন্ন্যাসী হইয়াও নানাবিধ বেশ ভূষা করিতেছেন, বিলাসীর ন্যায় নানা বস্তু উপভোগ করিতেছেন, এরূপ করিবার মর্ম্ম বুঝিতেছিনা, কৃপাপূর্ব্বক আমার সংশয় ভঞ্জন করিয়া দিন।" মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন,—

"পদ্ম পত্রে কভু যেন না লাগয়ে জল।
এই মত নিত্যানন্দ স্বরূপ নির্ম্মল॥
পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাহান শরীরে।
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র, সর্ব্বদা বিহরে॥
অধিকারী বই করে তাহান আচার।
দুঃখ পায় সেইজন পাপ জন্মে তার॥
রুদ্র বিনা অন্যে যদি করে বিষপান।
সর্ব্বথায় মরে সর্ব্ব পুরাণ প্রমাণ॥"

চৈঃ, ভাঃ,—অঃ খঃ, ৭ম অঃ।

কিছুদিন পরে নিত্যানন্দ শচীমাতাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নবদ্বীপে চলিলেন।

পারিষদগণও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। পথে খড়দহ গ্রামে পুরন্দর পণ্ডিতের বাড়ীতে কিছুকাল অবস্থান ও নাম প্রচার করিয়া, তথা হইতে সপ্তগ্রামে গেলেন। সেখানে ত্রিবেণী-স্নান করিয়া উদ্ধারণ দত্তের আবাসে উপস্থিত হইলেন। উদ্ধারণ প্রভুকে পাইয়া, সাক্ষাৎ ভগবান গৃহে সমাগত বলিয়া মনে করিলেন। তিনি নিত্যানন্দের পাদপদ্মে শরণ লইলেন, এবং তাঁহার সেবার অধিকার পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। এইস্থানে উদ্ধারণ দত্তের সাহায্যে বহুসংখ্যক সুবর্ণবণিককে প্রভু কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষাদান করিয়াছিলেন। ভক্তগণসহ দিবা-রাত্রি অভেদে সংকীর্ত্তন ও নানাবিধ প্রেম-লীলা হইতে লাগিল। চৈতন্য ভাগবত-কর্ত্তা বলেন,—সপ্তগ্রামের প্রবল প্রেমের বন্যায় যবনের চক্ষুতেও প্রেমাশ্রু দেখা গিয়াছিল!

এখান হইতে নিত্যানন্দ অম্বিকানগরে গেলেন। উদ্ধারণ দত্ত তাঁহার সঙ্গে চলিলেন।

অম্বিকায় যাইয়া তন্নিকটবর্ত্তী শালিগ্রামস্থ সূর্য্যদাস পণ্ডিত নামক জনৈক ব্রাহ্মণের সহিত দেখা হইল এবং তিনি নিত্যানন্দকে বিশেষ আদরের সহিত আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। সূর্য্যদাসের কৌলিক উপাধি 'সর-খেল'। তাঁহাব বসুধা ও জাহ্নবা নামে দুইটী কন্যা ছিল। সূর্য্যদাস-পত্নী নিত্যানন্দের অলৌকিক রূপ লাবণ্য দর্শনে মোহিতা হইয়া তাঁহার নিকট কন্যা সম্প্রদান করিবার অভি-প্রায় ব্যক্ত করিলেন। সূর্য্যদাসেরও এবিষয়ে বিশেষ আগ্রহ ছিল, কিন্তু তাঁহার আত্মীয়গণ এই কার্য্যে বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল, তাহারা—

"সভে কহে কঁতি ইহার ঘর নাহি জানি।
অজ্ঞাত কুলশীল লোক না পুছয়ে জ্ঞানী॥
কন্যা দানের যোগ্য পাত্র সহজ না হয়।
শিবে কন্যা দিয়া দক্ষ ছাগ মুণ্ড পায়॥"

অঃ, প্রঃ,—২০শ অঃ।

নিত্যানন্দ অবস্থা বুঝিয়া সেই স্থান পরি-

ত্যাগ পূর্ব্বক গঙ্গাতীরে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে উদ্ধারণ দত্তের সহিত প্রেমালাপে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এই সময় একদিন সূর্য্যদাস পণ্ডিত বসুধার মৃত দেহ লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন; সকলে সৎকারের আয়োজন করিতে লাগিল। তখন নিত্যানন্দ ধীরে ধীরে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"যদি আমি এই কন্যার জীবন দান করিতে পারি তবে কন্যাটী আমাকে দিবা?" এই বাক্য শ্রবণে সূর্য্যদাস পণ্ডিত এবং তাঁহার আত্মীয়বর্গ সাগ্রহে নিত্যানন্দের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। তখন প্রভু মৃতসঞ্জীবনী নাম কর্ণে প্রদান করিয়া মৃত দেহে জীবন সঞ্চার করিলেন, দেখিয়া সকলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল!

সূর্য্যদাস হৃষ্টচিত্তে কন্যা লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং মহাসমারোহে বসুধা দেবীকে নিত্যানন্দের সহিত বিবাহ দিলেন;

যৌতুক স্বরূপ জাহ্নবাদেবীকেও তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন; অদ্বৈতপ্রকাশ বলেন,—

"বসুধা দেবীকে প্রভু বিবাহ করিলা।
যৌতুক ছলে জাহ্নবারে আত্মসাত কৈলা॥"
অঃ, প্রঃ,—২০শ অঃ।

অদ্বৈত প্রকাশের মতে এই বিবাহবার্ত্তা বলা হইল। মহানুভব নরহরি চক্রবর্ত্তীর মত ইহা হইতে কিছু স্বতন্ত্র। তিনি ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন,—জনৈক প্রাচীন ব্রাহ্মণ একদিবস রাত্রিকালে সূর্য্যদাস পণ্ডিতের নিকট আসিয়া তাঁহার কন্যার সহিত নিত্যানন্দের বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন, সেই সময় সূর্য্যদাস কোনও উত্তর প্রদান করিলেন না। রাত্রিতে নিদ্রিত হইলে সূর্য্যদাস স্বপ্নে দেখিলেন, তিনি আপন কন্যাদ্বয়কে নিত্যানন্দের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন, এবং এই ব্যাপার দর্শনে দেবতাগণ স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন। পর দিবস প্রত্যূষে

সূর্য্যদাস পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণের বাড়ীতে যাইয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ এ কথা শ্রীবাস পণ্ডিতকে জানাইয়া বলিলেন—"কন্যা স্থির হইয়াছে, এখন প্রভুর সম্মতি পাইলেই শুভকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। প্রস্তাব শুনিয়া—"মন্দ মন্দ হাসে নিত্যানন্দ হলধর।" তখন সকলে প্রভুর মন বুঝিয়া বিবাহের আয়োজন করিল এবং মহাসমারোহে শুভকার্য্য সম্পাদিত হইল।

এই মতদ্বৈধস্থলে কাহার মত প্রবল গণ্য করা সঙ্গত সে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া অনাবশ্যক। নিত্যানন্দ যে বসুধা ও জাহ্নবাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথা জানাই আমাদের আবশ্যক, তৎপক্ষে যে প্রমাণ পাওয়া গেল, তাহাই যথেষ্ট মনে করি। উপরিউক্ত উভয় মতেই প্রভু নিত্যানন্দের অলৌকিক মহিমা প্রকাশের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

বিবাহের অল্পকাল পরে প্রভু নিত্যানন্দ

সস্ত্রীক নদিয়াতে যাইয়া শচীদেবীর সঙ্গে দেখা করিলেন। 'তখন,—

"শ্রীবসু জাহ্নবা দোঁহে দেখি এথা আই।
করিল যতেক স্নেহ কহি সাধ্য নাই॥
প্রভু প্রিয় ভক্তগণ গৃহিণী সকল।
বসু জাহ্নবায দেখি আনন্দে বিহ্বল॥"
ভঃ, বঃ,—১২শ অঃ।

কিছুকাল নবদ্বীপে অবস্থানের পর,—

"আই অনুমতি লইযা নিত্যানন্দ রাম।
শান্তিপুব হইযা গেলেন সপ্তগ্রাম॥
ভক্তেব ইচ্ছায প্রভু খডদহে গিযা।
বাখিলেন অপূর্ব্ব আলযে নিজ প্রিয়া॥"

এই খড়দহেই প্রভুব প্রধান পাট সংস্থাপিত হইল। এই স্থানে কৃষ্ণনামালোচনায় সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে শ্যামসুন্দর বিগ্রহ স্থাপন করিয়া, তাঁহার পূজা প্রচার করিলেন।

প্রভু নিত্যানন্দের পত্নীদ্বয়ও সামান্য মানবী ছিলেন না, পূর্ব্বে তাঁহাদের মধ্যে বসুধা দেবী

বারুণী এবং জাহ্নবা দেবী রেবতী ছিলেন।
গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"শ্রীবারুণীরেবতবংশসম্ভবে
তস্য প্রিয়ে দ্বে বসুধা চ জাহ্নবী।
শ্রীসূর্য্যদাসস্য মহাত্মনঃ সুতে
ককুদ্মিরূপস্য চ সূর্য্যতেজসঃ॥"

অর্থ—"পূর্ব্বে যাহারা বারুণী, ও রেবত বংশ সম্ভূতা রেবতী বলদেবের পত্নী ছিলেন, তাঁহারাই এই অবতারে বসুধা ও জাহ্নবী নামে নিত্যানন্দের দুই পত্নী হয়েন। এই দুইজন সূর্য্যতুল্য তেজস্বী, সূর্য্যদাসের কন্যা। এই সূর্য্যদাস পূর্ব্বে রেবতীর পিতা ককুদ্মী ছিলেন।"

বসুধা অপেক্ষা জাহ্নবা দেবী বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার মাহাত্ম্যও অধিক মাত্রায় প্রকাশিত হইয়াছিল। একদিন জাহ্নবা দেবী অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় কূপ হইতে জল উঠাইয়া স্নান করিতেছেন, এমন সময় অকস্মাৎ বসুধা দেবীর

গর্ব্ভসম্ভূত বীরভদ্র সেখানে উপস্থিত হইলেন। দেবীর হস্তদ্বয় জলপাত্র ধারণের দরুণ আবদ্ধ ছিল, তিনি ব্যস্তভাবে আর দুইখানি হস্ত বাহির করিয়া বস্ত্র সম্বরণ করিলেন। বীরভদ্র এই ব্যাপার দর্শন করিয়া জাহ্নবী দেবীর শিষ্য হইয়াছিলেন।

লোকদিগকে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করিবার নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করা মহাপ্রভুর আদেশ। সেই আদেশানুসারে লোকদিগকে আদর্শ দেখাইবার নিমিত্ত স্বয়ং বিবাহ করিয়া চির-উদাসীন অবধূত গৃহী হইলেন। এবং প্রচার করিতে লাগিলেন "তোমরা আর সন্ন্যাসী হইও না। গৃহে থাকিয়া বিবাহ করিয়া সংসার ধর্ম্ম কর এবং শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করিতে থাক; কোন অবস্থায়ই তাঁহার নাম ভুলিও না।" এই উপদেশ দ্বারা প্রভু নিত্যানন্দ বহু লোককে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে নিত্যানন্দ আবার শচী মাতার সঙ্গে দেখা করিবার নিমিত্ত নবদ্বীপে গেলেন। এবার মাতার অনুরোধে কিছুকাল সেখানে অবস্থান ও নাম প্রচার করিয়াছিলেন।

নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণ কুমার সর্ব্বদা পাপ কার্য্যে লিপ্ত থাকিত। সেখানে একটা দস্যু-দল গঠিত হইয়াছিল, এই ব্রাহ্মণই সেই দলের সরদার। এই ব্যক্তি নিত্যানন্দ প্রভুর অঙ্গ-স্থিত বহুমূল্য গহনা দর্শন করিয়া তাহা হরণ করিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইল। এই-সময় নিত্যানন্দ হিরণ্যপণ্ডিতের গৃহে বাস করিতে ছিলেন। তিনি দস্যুগণের অন্তরের কথা জানিতে পারিলেন। দস্যুদল রাত্রি যোগে হিরণ্যপণ্ডিতের বাড়ীতে আসিয়া নিত্যানন্দ নিদ্রিত হইবার অপেক্ষায় লুক্কায়িত ভাবে রহিল। প্রভুর ইচ্ছায় তাহারা এমনই গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িল যে, সমস্ত রাত্রি মধ্যে আর কেহই জাগরিত হইল না।

রাত্রি অবসানে চেতনা লাভ করিয়া ভয়ে অস্ত্রাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহারা সকলেই পলায়ন করিল। তাহারা আর এক দিন আসিয়া দেখে, অসংখ্য বলবান প্রহরী নিত্যানন্দ প্রভুর প্রহরায় নিযুক্ত থাকিয়া হরি নাম কীর্ত্তন করিতেছে। দস্যুগণ মনে করিল, বোধ হয় নিত্যানন্দ তাহাদের সংকল্প জানিতে পাইয়া এই সকল পাইক সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। সেদিনও ভগ্নমনোরথ হইয়া তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইল। তৃতীয় দিবস দস্যুগণ হিরণ্যপণ্ডিতের বাড়ীতে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্রই আকাশ গভীর মেঘাচ্ছন্ন হইয়া ভীষণ শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। দস্যুগণ শিলার আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিল এবং অন্ধকারে পথ না পাইয়া, কাঁটা বনে ও গর্ত্তে পড়িয়া নিতান্তই দুর্গতিগ্রস্ত হইল। আছাড় খাইয়া কাহারও হাত, কাহারও পা ভাঙ্গিয়া গেল।

তখন তাহারা বুঝিল নিত্যানন্দ মনুষ্য নহেন। তাহাদের বিবেক ফুটিল, ধাইয়া আসিয়া প্রভুর পদতলে পতিত হইল। দয়াল নিতাই কৃষ্ণ নাম দানে তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন।

নিত্যানন্দের পত্নী বসুধাদেবীর গর্ভে বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন—রামভদ্র জাহ্নবীদেবীর পুত্র। জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থে লিখিত আছে,—

সূর্য্যদাস নন্দিনী শ্রীবসু জাহ্নবী।
পাণিগ্রহণ করিলা স্বচ্ছন্দ কৌতুকী॥
বসু গর্ভে প্রকাশ গোসাঞি বীরভদ্র।
জাহ্নবী নন্দন রামভদ্র মহাম ॥

জয়ানন্দের চৈ ম।

বসুধাদেবীর পুত্রের কথা অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থে পাওয়া যায়, কিন্তু জাহ্নবাদেবীর পুত্রের কথা তাহাতে উল্লেখ নাই, যথা,—

মহাপ্রভুর অপ্রকটে শ্রীবসুধা মাতা।
শুভক্ষণে এক পুত্র প্রসবিলা তথা॥

নিত্যানন্দাত্মজ তিঁহ হয় সদানন্দ।
জগতে বিখ্যাত নাম হৈল বীরচন্দ্র॥"

অঃ, প্রঃ—২০শ অঃ।

রামভদ্র বা রামচন্দ্র জাহ্নবাদেবীর গর্ত্ত-জাত সন্তান নহেন, ইনি বংশীবদন ঠাকুরের পৌত্র। জাহ্নবাদেবীর সন্তান না হওয়ায় তিনি ইঁহাকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন। এই বংশীবদন একজন বিখ্যাত পদকর্ত্তা ছিলেন। প্রেমদাস আপন রচিত পদে বংশীবদনের এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন;—

"নদীয়ার মাঝ খানে, সকল লোকেতে জানে,
কুলিয়াপাহাড় নাম স্থান।
তথায় আনন্দ ধাম, শ্রীছকড়ি চট্টো নাম,
মহাতেজা কুলীন সন্তান॥
ভাগ্যবতী পত্নী তার, রমণী কুলেতে যার,
যশো রাশি সদা করে গান।
তাঁহার গর্ভেতে আসি, কৃষ্ণের সরল বাঁশী
শুভক্ষণে কৈলা অধিষ্ঠান॥
দশ মাস দশ দিনে, রাকা চন্দ্র লগ্ন মীনে,
চৈত্র মাসে সন্ধ্যার সময়।
গৌরাঙ্গ চাঁদের ডাকে, তুষিতে আপন মাকে
গর্ভ হৈতে হইলা উদয়॥" ইত্যাদি।

বীরভদ্র ব্যতীত বসুধাদেবীর গর্ব্ভে নিত্যানন্দের গঙ্গাদেবী নাম্নী এক কন্যা জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র ও গঙ্গাদেবীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় এইরূপ পাওয়া যায়,—

'সঙ্কর্ষণস্য যো ব্যূহঃ পয়োধিশায়িনামকঃ।
স এব বীরচন্দ্রোহভূচ্চৈতন্যাভিন্ন বিগ্রহঃ॥"

পয়োধিশায়ী নামক সঙ্কর্ষণের যে ব্যূহ ছিলেন, তিনি চৈতন্যের অভিন্ন বিগ্রহ। এই-রূপে নিত্যানন্দাত্মজ বীরচন্দ্র নামে অভিহিত হইয়াছেন।

গঙ্গাদেবী সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে,—

"বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা যাসীৎ সা নিজনামতঃ।
নিত্যানন্দাত্মজা জাতা—————————"

যিনি বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা, তিনি নিজ নামে নিত্যানন্দের কন্যা হইয়াছেন।

এই বীরভদ্র হইতে কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজে "বীরভদ্রী থাক" সৃষ্ট হইয়াছে। খড়দহের

প্রভু গোস্বামিগণ বীরভদ্রের সন্তান; এবং বাঘনাপাড়ার নিত্যানন্দবংশীয় গোস্বামিগণ রামভদ্রের বংশোদ্ভব।

১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে (১৪৫৫ শক) শ্রীশ্রীমহাপ্রভু তিরোহিত হন। তাঁহার তিরোধানজনিত দুঃখে নিত্যানন্দ নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। এই দারুণ যাতনা সহ্য করিয়াও তিনি আট বৎসর কাল অক্লান্ত ভাবে খাটিয়া নাম প্রচার ও পাষণ্ডের উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই সময় একদিন প্রভু নিত্যানন্দ অদ্বৈতআচার্য্যকে আহ্বান করিয়া শান্তিপুরে একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন। আচার্য্য গোসাঞি পত্র পাইয়া অবিলম্বে খড়দহে যাইয়া নিত্যানন্দের সহিত মিলিত হইলেন। দীর্ঘকাল পরে উভয়ের সম্মিলনে গৌরাঙ্গমহাপ্রভুর অপ্রকটজনিত শোকতরঙ্গ উথলিয়া উঠিল। কিয়ৎকাল পরে উভয় ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া নির্জ্জনে যাইয়া উপ-

বিষ্ট হইলেন। ক্রমান্বয়ে সাত দিবস তাঁহারা এই উপবেশনে থাকিয়া কি আলাপ করিলেন, কেহই তাহা জানিতে পাইল না। তৎপর,—

"অষ্টম দিবসে শ্রীঅদ্বৈত মহারঙ্গে।
গৌরগুণ কীর্ত্তন করয়ে ভক্ত সঙ্গে॥
মধ্যে নাচে নিত্যানন্দ প্রেমে অগেয়ান।
শ্রীগৌরাঙ্গ পাদপদ্ম করিয়া ধেয়ান॥
যতেক মহান্ত প্রেমে বাহ্য পাশরিলা।
অলক্ষোতে নিত্যানন্দ অন্তর্দ্ধান হৈলা॥
বাহ্যস্ফূর্ত্তি পাই যত মহান্তেবগণ।
নিত্যানন্দে না দেখিয়া করে অন্বেষণ॥
সর্ব্বতত্ত্ব জ্ঞাতা প্রভু অদ্বৈত ঈশ্বর।
বুঝিলা শ্রীনিত্যানন্দ হৈলা অগোচর॥"

অঃ, প্রঃ—২২শ অঃ।

নিত্যানন্দ প্রভুর তিরোধান সম্বন্ধে ঠাকুর বৃন্দাবনদাস বর্ণন করিয়াছেন,—

"চৈতন্য বিচ্ছেদে প্রভু সদাই বিলাপ।
কদাচিৎ বাহ্য হৈলে চৈতন্য আলাপ॥
কায়মনবাক্যে সদা চৈতন্য ধিয়ায়।
উচ্চস্বর করি চৈতন্যের গুণ গায়॥
নিরন্তর খড়দহে অভ্যন্তরে স্থিতি।
শ্যামসুন্দরেরে কভু দেখে গৌর মূর্ত্তি॥

কে বুঝিতে পারে নিত্যানন্দের প্রভাব।
মন্দিরে প্রবেশ করি হৈলা তিরোভাব॥"
নিত্যানন্দ বংশমালা।

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর আট বৎসর কাল নিত্যানন্দ প্রভু জীবিত ছিলেন। যথা,—

"বিরহে বিবশ তনু বাহ্য নাহি স্ফুরে।
হা গৌরাঙ্গ বলি কভু ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
এক দিবসেরে করে শত যুগ জ্ঞান।
দোঁহাকার দশা হেরি গলয়ে পরাণ॥
কেবল গৌরাঙ্গ নামে উল্লাস অন্তর।
হেনমতে গত হৈল অষ্টম বৎসর॥"
অঃ, প্রঃ—২২শ অঃ।

এই অষ্টম বৎসরেই প্রভু লীলাসম্বরণ করেন। সুতরাং তিনি ১৪৬৩ শকে অপ্রকট হইয়াছেন। বিশ্বকোষ-কর্ত্তা নিত্যানন্দ প্রভুর তিরোভাবের কাল ১৪৫৬ শক নির্ণয় করিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত কারণে ইহা ভুল সাব্যস্ত হইতেছে। প্রভু নিত্যানন্দ ৬৮ বৎসর কাল

ধরাধামে থাকিয়া লীলার প্রক ও নাম প্রচার করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব মহাজনগণ প্রতিদিন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ দেবের পূজা এবং তাঁহার স্তব পাঠ করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান কালে নিত্যানন্দ বংশসম্ভূত প্রভু গোস্বামিগণও বিশেষ সম্মান এবং প্রাতপত্তির সহিত কালযাপন করিতেছেন। একমাত্র গুরুতা এবং নাম প্রচারই তাঁহাদের কার্য্য। নিত্যানন্দের বংশাবলী অতি বিস্তৃত সুতরাং এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় তাহা সন্নিবেশ করিবার সুবিধা হইল না।

পরিশিষ্ট।

(১)

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দদেবের ধ্যান।

ঈষদারক্তস্বর্ণাভং নানালঙ্কার ভূষিতং
হারিণং মালিনং দিব্যোপবীতং প্রেমবর্ষিণম্।
আঘূর্ণিত লোচনঞ্চ নীলাম্বরধরং প্রভুং,
প্রেমদং পরমানন্দং নিত্যানন্দং স্মরাম্যহম্॥

স্তব।

শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রেম গঠিত শ্রীকলেবরম্।
শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেমপদ্মমধুপানপরায়ণম্॥
শ্রীগৌরাঙ্গাভিন্নদেহমবধূতং মহাপ্রভুম্।
মহারাসরসামোদং রাসোল্লাসকলাঘনম্॥
চৈতন্যাগ্রজরূপেণ শ্রীচৈতন্যপরাৎপরম।
যস্য লীলা বিনোদেন কৃতার্থীকৃতভূতলম্॥

নিত্যানন্দস্বরূপং হি নিত্যানন্দসুবিগ্রহম্।
শ্রীনিত্যানন্দনামানং শ্রীনিত্যানন্দধামকম্॥
অদ্বৈত হৃদয়ানন্দমচ্যুতানন্দনন্দকম্।
পীনবক্ষঃ-কম্বুকণ্ঠবিশালাক্ষসমুজ্জ্বলম্॥
কোটীকন্দর্প-দর্পঘ্নং দিব্যগন্ধসমাযুতম্।
নীলাপটাম্বরধরং কটিকৌপীনভূষণম্॥
লৌহদণ্ডসমাযুক্তাজানুলম্বিতবাহুকম্।
কোটীজ্যোৎস্নাকরজয় প্রহাসি মুখমণ্ডলম্॥
মহানটনরেন্দ্রঞ্চ জাহ্নবামুখষট্পদম্।
তাম্বূলমুখপূর্ণেন্দুং জাহ্নবাজীবনং গুরুম্।
প্রেমপ্রদং দয়ালুং শ্রীনিত্যানন্দং প্রভুং স্মরে॥

পরিশিষ্ট।

(২)

শ্রীমৎকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিবিরচিত

শ্রীনিত্যানন্দাষ্টকম্।

শরচ্চন্দ্রভ্রান্তিং স্ফুরদমলকান্তিং গজগতিং,
হরিপ্রেমোন্মত্তং ধৃতপরমসত্ত্বং স্মিতমুখং।
সদাঘূর্ণন্নেত্রং করকলিতবেত্রং কলিভিদং,
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরু কন্দং নিরবধি ॥১॥

বঙ্গানুবাদ।

যিনি শরৎকালীয় পূর্ণসুধাকরের ভ্রান্তি-জনক সুবিমলকান্তিধারী, কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, মত্তমাতঙ্গের ন্যায় মন্থরগতিবিশিষ্ট ও দয়াদাক্ষিণ্যাদিজনক সত্ত্বগুণাবলম্বন করতঃ সর্ব্বদা ঈষদ্ধাস্যমুখে বিরাজমান এবং যিনি ক্রোধবিঘূর্ণিত-লোচনে বেত্রদণ্ড ধারণপূর্ব্বক অধর্ম্মপ্রবর্ত্তক কলির শাসন করিতেছেন, সেই ভজন তরুর

মূলস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি নিরন্তর ভজন করিতেছি ॥১॥ *

রসানামাধারং স্বজনগণসর্ব্বস্ব মতুলং,
তদীয়ৈকপ্রাণপ্রতিমবসুধাজাহ্নবী পতিম্।
সদা প্রোদ্যম্মোদং পরমবিদিতং মন্দমনসাং,
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরু কন্দং নিরবধি ॥২॥

বঙ্গানুবাদ।

যিনি শান্তাদি দ্বাদশভক্তিরসের আধার, স্বজনগণের সর্ব্বস্ব ও নিরুপম এবং পরস্পর দৃঢ় প্রণয়নিবদ্ধা একপ্রাণা তুল্য প্রতিমূর্ত্তি বসুধা ও জাহ্নবীর পতি, সর্ব্বদা আনন্দে উচ্ছ্বসিত এবং যিনি দুষ্টবুদ্ধিদিগের ভবাব্ধিতারণের প্রধান কর্ত্তা সেই ভজনতরুর মূলস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি নিরন্তর ভজন করিতেছি ॥২॥

শচীসূনুপ্রেষ্ঠং নিখিলজগদিষ্টং সুখময়ং
কলৌমজ্জজ্জীবোদ্ধরণকরণোদ্দামকরুণং।

---

* বঙ্গানুবাদগুলি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ ঠাকর কাব্যরত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত "নিত্যানন্দাষ্টক" পুস্তিকা হইতে গৃহীত হইল

হরেরাখ্যা নাবা ভবজলধি গর্ভান্নিতিহরং,
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরু কন্দং নিরবধি ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ।

যিনি শচীনন্দন শ্রীচৈতন্যদেবের পরম প্রিয়, কলিকালে পাপনিমগ্ন জীবগণের উদ্ধরণ বিধানে যিনি অবাধে করুণা বিস্তার করতঃ হরিনামরূপ তরণীদ্বারা সংসারাম্বুধিগর্ভের সমৃদ্ধি হরণ করিতেছেন এবং যিনি অখিল জগতের গুরু ও সুখময়, সেই ভজনতরুর মূলস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি নিরন্তর ভজন করিতেছি ॥৩॥

অহে ভ্রাতর্নৃণাং কলিকলুষিণাং কিন্নু ভবিতা
তথা প্রায়শ্চিত্তং রচয় যদনায়াসত ইমে।
ব্রজন্তি ত্বামিত্থং সহভগবতা মন্ত্রয়তি যো,
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরু কন্দং নিরবধি ॥৪॥

বঙ্গানুবাদ।

"ভ্রাতঃ! কলিকলুষিতমানবদিগের পরিণামে কি গতি হইবে! ইহারা যেন অনায়াসে

তোমাকে লাভ করিতে পারে, এরূপ একটী প্রায়শ্চিত্ত (হরি সংকীর্ত্তন) রচনা কর'' এই-রূপ বলিয়া তাহাদের উদ্ধারার্থ যিনি ভগবান্ চৈতন্যদেবের সহিত মন্ত্রণা করেন, সেই ভজন-তরুর মূলস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি নিরন্তর ভজন করিতেছি ॥৪॥

যথেচ্ছং রে ভ্রাতঃ ! কুরু হরিহরিধ্বান মনিশং,
ততো বঃ সংসারাম্বুধিস্তরণদায়ো ময়ি লগেৎ।
ইদং বাহু স্ফোটৈ রটতি রচয়ন্ যঃ প্রতিগৃহং,
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরু-কন্দং নিরবধি ॥৫॥

বঙ্গানুবাদ।

"ভাই ! তোমরা ইচ্ছামত নিরন্তর হরি-নাম কীর্ত্তন কর, তোমাদের সংসারসাগর তরণের যে দায় তাহা আমার উপরেই ন্যস্ত রহিল'' এইরূপ উৎসাহবাক্য, যেন বাহুস্ফোটন (বীররস ব্যঞ্জকভঙ্গী বিশেষ) দ্বারাই রচনা করতঃ যিনি জীবগণের ঘরে ঘরে ভ্রমণ করেন, সেই ভজনতরুর মূলস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি নিরন্তর ভজন করিতেছি ॥৫॥

নটন্তং গায়ন্তং হরি মনু বদন্তং পথি পথি,
ব্রজন্তং পশ্যন্তং স্বমপি সুদুরন্তং জনগণং।
প্রকুর্ব্বন্তং শান্তং সকরুণদৃগন্তং প্রকলনাৎ,
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরু-কন্দং নিরবধি ॥৬॥

বঙ্গানুবাদ।

যিনি বারম্বার হরিনাম কীর্ত্তন করতঃ পথে পথে নাচিয়া নাচিয়া বেড়ান এবং যিনি অতি দুর্দ্দান্ত লোকদিগকেও আত্মবৎ জ্ঞান করেন, আর যিনি সকরুণকটাক্ষপাতে ঐ দুর্দ্দান্ত লোক-দিগকে শান্তভাব অবলম্বন করান, সেই ভজন-তরুর মূলস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে আমি নিরন্তর ভজন করিতেছি ॥৬॥

বলাৎ সংসারাম্ভোনিধিহরণকুম্ভোদ্ভব মহো,
সতাং শ্রেয়ঃ সিন্ধূন্নতি-কুমুদবন্ধুং সমুদিতং।
খলশ্রেণিস্ফূর্য্যত্তিমিরহর সূর্য্যপ্রভ মহং,
ভজে নিত্যানন্দ ভজনতরু-কন্দং নিরবধি ॥৭॥

বঙ্গানুবাদ।

যিনি বলপূর্ব্বক সংসার-সাগর হরণ করিতে কুম্ভসম্ভব অগস্ত্যমুনিস্বরূপ, যিনি সজ্জনগণের

মঙ্গলসিন্ধুর উদ্বেলন বিধানে কুমুদবন্ধুরূপে সমুদিত এবং যিনি দুর্জ্জনগণের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতে তিমিরহর দিবাকরের ন্যায় প্রভা বিস্তার করেন, সেই ভজনতরুর মূলস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি নিরন্তর ভজন করিতেছি ॥৭॥

সুবিভ্রাণং ভ্রাতুঃ করসরসিজং কোমলতরং,
মিথোবক্ত্রালোকোচ্ছলিতপরমানন্দহৃদয়ম্।
ভ্রমন্তং মাধুর্য্যৈরহহ মুদয়ন্তং পুরজনান্,
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরু-কন্দং নিরবধি ॥৮॥

বঙ্গানুবাদ।

যিনি ভ্রাতার (শ্রীগৌরাঙ্গদেবের) সুকোমল করপদ্ম ধারণ করতঃ পরস্পারের শ্রীমুখাবলোকনজনিত পরমানন্দে পরিপূর্ণহৃদয় এবং যিনি শ্রীগৌরাঙ্গ সমভিব্যাহারে ঘরে ঘরে ভ্রমণ করিয়া স্বীয় অদ্ভুত সৌন্দর্য্যদ্বারা পৌরজনদিগের আনন্দ জন্মান, সেই ভজনতরুর মূল-

স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি নিরন্তর ভজন করিতেছি ॥৮॥

সুখানামাধ্বানং রসিকবরসদ্বৈষ্ণব-ধনং,
রসানামাগারং পতিততিতারং স্মরণতঃ,
পরং নিত্যানন্দাষ্টকমিদমপূর্ব্বং পঠতি য
স্তদঙ্ঘ্রি দ্বন্দ্বাব্জং স্ফুরতি নিতরাং তস্য হৃদয়ে ॥৯॥

বঙ্গানুবাদ।

যিনি এই অপূর্ব্ব অত্যুৎকৃষ্ট নিত্যানন্দাষ্টকগ্রন্থ পাঠ করেন, তাঁহার হৃদয়ে স্মরণমাত্রেই সুখসম্পাদক, রসজ্ঞসদ্বৈষ্ণবগণের সম্পত্তিস্বরূপ শান্তাদিদ্বাদশ ভক্তিরসের গৃহরূপ এবং পতিত সমূহের তারক, সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর যুগলপদকমল অবশ্যই আসিয়া স্ফুর্ত্তি পায় ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমৎ কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামিবিরচিতং
শ্রীনিত্যানন্দাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

পরিশিষ্ট।

(৩)

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বিষয়ক মহাজনী পদাবলী।

গান্ধার।

জয় জয় পদ্মা- বতী সুত সুন্দর,
নিত্যানন্দচন্দ্র গুণ ভূপ।
জগজন নয়ন, তাপ ভব ভঞ্জন,
জিনি কনকারুণ অপরূপ রূপ॥
শশধর নিকর দরপহর আনন,
ঝলকত অমিয় ঝরত মৃদু হাস।
গৌর প্রেম ভরে গর গর অন্তর,
নিরুপম নব নব বচন বিলাস॥
টলমল অমল কমল-লোচন জল,
গিরত (১) নিরত জনু সুরধুনী ধার।

---

(১) গিরত—নির্গত হয়।

পুলক (২) কদম্ব বলিত (৩) সুললিত
অতিপরিসর বক্ষে তরল মণি হার ॥
কুঞ্জর দমন গমন মনোরঞ্জন,
বাহু পসারি অমিয় অবিরাম
পতিত কোরে করি, বিতরই সো ধন,
বঞ্চিত জগতে তুখিত ঘনশ্যাম ॥

ধানশী।

গোরা প্রেমে গরগর নিতাই আমার।
অরুণ নয়ানে বহে সুরধুনী ধার ॥
বিপুল পুলকাবলী শোহে (৪) হেম গায়।
গজেন্দ্র গমনে হিলিঢুলি চলি যায় ॥
পতিতেরে নিরখিয়া তু বাহু পসারি।
কোরে করি সঘনে বোলায় হরি হরি ॥
এমন দয়ার নিধি কে হইবে আর।
নরহরি অধম তারিতে অবতার ॥২॥

---

(২) পুলক—রোমাঞ্চ।
(৩) বলিত—নির্মিত।
(৪) শোহে—শোভা পায়।

সিন্ধুরা।

জয় জয় নিত্যানন্দ রোহিণী কুমার।
পতিত উদ্ধার লাগি দু বাহু পসার॥
গদ গদ মধুর মধুর আধ বোল।
যারে দেখে তারে প্রেমে ধরি দেই কোল॥
ডগমগ নয়ন ঘুরয়ে নিরন্তর।
সোণার কমলে যেন ফিরয়ে ভ্রমর॥
দয়ার ঠাকুর নিতাই পর দুখ জানে।
হরি নামের মালা গাঁথি দিল জগজনে॥
পাপ পাষণ্ডি যত করিলা দমনে।
দীন হীন জনে কৈল প্রেম বিতরণে॥
আহা শ্রীগৌরাঙ্গ বলি পড়ে ভূমিতলে।
শরীর ভিজিল নিতাই নয়নের জলে॥
বৃন্দাবনদাস এই মনে বিচারিল।
ধরণী উপরে কিবা বিজুরী পড়িল॥৩॥

মঙ্গল।

গজেন্দ্র গমনে যায়, সকরুণ দিঠে (৫) চায়,
পদভরে মহী টলমল।

---

(৫) দিঠে—দৃষ্টিতে।

মহামত্ত সিংহ জিনি কম্পমান মেদিনী,
পাষণ্ডিগণ শুনিযা বিকল॥
আওল অবধূত করুণার সিন্ধু।
প্রেমে গরগর মন, করে হরিসংকীর্ত্তন,
পতিতপাবন দীনবন্ধু॥ধ্রু॥
হুঙ্কার করিযা চলে, অচল সচল নড়ে,
প্রেমে ভাসে অমর সমাজ।
সহচরগণ সঙ্গে, বিবিধ খেলন রঙ্গে,
অনাথিত করে সব কাজ॥
শেষশাযী (৬) সঙ্কর্ষণ (৭), অবতারি নারাযণ,
যার অংশ কলায গণন।
কৃপাসিন্ধু ভক্তি দাতা, জগতৈক হিত কর্ত্তা,
সেই রাম রোহিণী নন্দন॥
যার লীলা লাবণ্য ধাম, আগম নিগমে গান,
যার রূপ মদনমোহন।
এবে অকিঞ্চন বেশে, ফিরে পঁহু (৮) দেশে দেশে,
উদ্ধার করযে ত্রিভুবন॥

---

(৬) শেষশাযী—অনন্ত শয্যায শাযিত।
(৭) সঙ্কর্ষণ—বলরাম।
(৮) পঁহু—প্রভু।

ব্রজের বৈদগ্ধিসার, যত যত লীলা আর,
পাইবারে যদি থাকে মন।
বলরামদাসে কয়, মনোরথ সিদ্ধি হয়,
ভজ ভাই শ্রীপাদ (৯) চরণ ॥৪॥

পষ্ঠ মঞ্জরী।

নিতাই চান্দ দয়াময় নিতাই চান্দ দয়াময়।
কলি জীবে এত দয়া কভু নাহি হয় ॥
খেনে কালা খেনে গোরা খেনে অঙ্গ শীত।
খেনে হাসে খেনে কান্দে না পায় সম্বিত ॥
খেনে 'গো-গো' করে 'গোরা' বলিতে না পারে।
গোরা রাগে রাঙ্গা আঁখি জলেই সাঁতারে ॥
আপনি ভাসিয়া রসে ভাসাইল ক্ষিতি।
এ ভব অচল যদু রহল অবধি ॥৫॥

মঙ্গল।

অনুখন অরুণ নয়ন ঘন ঘুরত,
ঢরকত (১০) লোরে বিথার (১১)।

(৯) শ্রীপাদ—গুরু।
(১০) ঢরকত—নির্গত হয়।
(১১) বিথার—বিস্তার।

কিয়ে ঘন অরুণ বরুণালয়ে (১২) সঞ্চরু,
অমিয়া বরিষে অনিবার॥
নাচেরে নিতাই বর চান্দ।
সিঞ্চই প্রেম সুধারস জগজনে,
অদভুত নটন সুছান্দ॥ধ্রু॥
পদতল তাল রণিত মণি মঞ্জীর (১৩),
চলতহি টলমল অঙ্গ।
মেরু শিখরে কিয়ে তনু অনুপাম রে,
ঝলমল ভাব তরঙ্গ॥
রোয়ত (১৪) হসত চলত গতি মন্থর
হরি বলি মুরছি বিভোর।
খেনে খেনে গৌর গৌর বলি ধাবই,
আনন্দে গরজত ঘোর॥
পামর পঙ্গু অধম জড় আতুর
দীন অবধি নাহি মান। (১৫)

(১২) বরুণালয়—সমুদ্র।
(১৩) মঞ্জীর—নূপুর।
(১৪) রোয়ত—কাঁদে।
(১৫) মান—পরিমাণ, সীমা।

অবিরত দুর্লভ প্রেম রতন ধন,
যাচি জগতে করু দান॥
অবিচল দুলহ (১৬) প্রেমধন বিতরণে
নিখিল তাপ দূরে গেল।
দীন হীন সবহি মনোরথ পূরল,
অবলা উনমত ভেল॥ (১৭)
ঐছন,(১৮) করুণ নয়ন অবলোকনে,
কাহু না বহু দুরদিন।
বলরাম দাস তাহে ভেল বঞ্চিত,
দারুণ হৃদয় কঠিন॥৬॥ ০

মঙ্গল।

খঞ্জন গঞ্জন, লোচন রঞ্জন,
গতি অতি ললিত সুঠান।
চলত খলত পুন, পুন উঠি গরজত,
চাহনি বঙ্ক নয়ান॥

---

(১৬) দুলহ—দুর্লভ।
(১৭) ভেল—হইল।
(১৮) ঐছন—ঐ প্রকার।